আপনার নূতন জীবন

Bengali

Your Bible

CL 2120

আপনার বাইবেল

YOUR BIBLE

(Bengali)

জুডি বারটেল কর্তৃক
এল, জেটার ওয়াকারের
"আপনার বাইবেল" নামক
পুস্তক থেকে নিজে নিজে অধ্যয়নের
উপযোগী করে লিখিত

ইন্টারন্যাশনাল করেসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
১২৫/১ পার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium.

Printed at
The Assembly of God Church School
(Printing Department)
18/1 Royd Street
Caltutta-700 016

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

দুটি কথা ৫

প্রথম পাঠ ঃ বাইবেল পাঠের উপকারিতা ১১

দ্বিতীয় পাঠ ঃ ঈশ্বর আমাদের যে বইটি দিয়েছেন ..২২

তৃতীয় পাঠ ঃ বাইবেলে আপনি যা খুঁজছেন
তা কিভাবে বের করবেন ৩৭

চতুর্থ পাঠ ঃ পুরাতন নিয়মের বইগুলি ৪৯

পঞ্চম পাঠ ঃ নূতন নিয়মের বইগুলি ৬৭

ষষ্ঠ পাঠ ঃ বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য তা
কিরূপে বুঝব ৮১

দুটি কথা

কেন বইটি পড়বেন

বাইবেল কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারে তা কি আপনার কখনও জানতে ইচ্ছা হয়নি ? বাইবেল কি সত্যই মানুষের জন্য ঈশ্বরের বার্তা ? তা কি সত্যই ঈশ্বরের বাক্য ? আর কিভাবেই-বা তা লেখা হয়েছিল ? এই ধরনের অনেক প্রশ্নই হয়ত আপনার মনে জেগেছে। যদি তাই হয় তবে এই বইটি বিশেষ করে আপনারই জন্য লেখা হয়েছে।

অনেক বছর আগে ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে তার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক" (গীত সংহিতা ১১৯ ঃ ১০৫)। আপনি যে-ই হোন আর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার সমস্যা যা-ই হোক না কেন, যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আপনি দায়ূদ রাজার মতই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা পেতে পারেন।

বাইবেল কিভাবে লেখা হয়েছিল, এই পাঠ্য বিষয়টি আপনাকে কেবল সেই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবে এমন নয়,

বরং আপনার জীবনে প্রতিদিনের পথ প্রদর্শক হিসাবে বাইবেলের উপর নির্ভর করতেও শিখাবে। নিজে নিজে শেখার এক আধুনিক পদ্ধতি এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, যা আপনাকে সহজে শিখতে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে।

আপনার লক্ষ্যগুলি কি ?

কোন পাঠ্য বিষয় পড়ে সবচেয়ে ভালফল পেতে হলে আপনাকে নিজের জন্য কতগুলি লক্ষ্য ছির স্থির করতে হবে, এবং তারপর সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। এই পাঠ্য বিষয়ের জন্য নীচের লক্ষ্যগুলি স্থির করে নিন।

বাইবেল কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখুন।

বিশ্বাসীরা বাইবেলকে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বার্তারূপে গ্রহণ করেন কেন তা জেনে নিন।

নিয়মিত বাইবেল পাঠ করুন।

বাইবেলকে বিশ্বাস ও জীবন-যাপনের পথ-প্রদর্শক-রূপে গ্রহণ করুন।

বইটি সম্পর্কে ঃ

"আপনার বাইবেল" বইটি ছোট আকারে তৈরী করা হয়েছে। যেন এটি আপনি সব সময় আপনার সাথে রাখতে ও সময়-সুযোগ মত পড়তে পারেন। তবে বইখানি পড়বার জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় আলাদা করে রাখতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিটি পাঠের শুরুতে পাঠের লক্ষ্যগুলি দেওয়া হয়েছে। একটা পাঠ থেকে আপনি যে যে বিষয় আশা করেন, লক্ষ্যগুলি আপনাকে তা জানতে সাহায্য করবে। লক্ষ্য আসলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থলের মত। প্রতিটি পাঠের লক্ষ্যগুলি মনে রাখলে আপনি আরও ভালভাবে শিখতে পারবেন।

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন ঃ

এই বইয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে। নীচে কয়েক ধরনের প্রশ্নের নমুনা ও কিভাবে সেগুলির উত্তর দিতে হবে তা দেখানো হয়েছে।

বাছাই প্রশ্নে আপনাকে বিভিন্ন উত্তরের মধ্য থেকে নির্ভুল উত্তরটি বেছে বের করতে বলা হয়।

উদাহরণ ঃ

বাইবেলে মোট—

১। ক) ১০০টি বই আছে।

খ) ৬৬টি বই আছে।

গ) ২৭টি বই আছে।

নির্ভুল উত্তরটি হচ্ছে (খ) ৬৬টি বই আছে। সুতরাং পাঠ্য বইয়ে (খ) এর পাশে √ টিক চিহ্ন দিতে হবে। কিভাবে চিহ্ন দেবেন তা নীচে দেখিয়ে দেওয়া হল।

বাইবেলে মোট—

১। ...ক) ১০০টি বই আছে।

√ খ) ৬৬টি বই আছে।

...গ) ২৭টি বই আছে।

(কোন কোন বাছাই প্রশ্নে একটিরও বেশী উত্তর ঠিক হতে পারে, সে ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিটি ঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে।)

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নে আপনাকে সত্য উত্তরগুলি খুঁজে বের করতে বলা হয়।

উদাহরণ ঃ

নীচের কোন উক্তিগুলি সত্য ?

২। ক) বাইবেলে মোট ১২০ টি বই আছে।

√ খ) বাইবেল বর্তমান কালের বিশ্বাসীদের জন্য একটি বার্তা।

গ) বাইবেলের সব লেখকরাই হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন।

√ ঘ) পবিত্র আত্মা বাইবেলের লেখকদের পরিচালনা দিয়েছিলেন।

খ ও ঘ এর উক্তি দুটি সত্য। তাই উপরে যেমন দেখানো হয়েছে সেই মত খ ও ঘ-এর পাশে আপনাকে টিক চিহ্ন দিতে হবে।

বইটির লেখক ঃ

লুইজ জেটার ওয়াকার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লোকদের আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে তার সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা সম্পর্কে পড়াশুনা করে খ্রীষ্টিয়

শিক্ষায়, বি,এ ও এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন। এই উৎসর্গপ্রাণ মহিলা কর্মীর বইগুলিতে পেরু, কিউবা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও বেলজিয়ামে তার চল্লিশ বৎসরাধিকাল পরিচর্যা জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি সুসমাচার প্রচার ও খ্রীষ্টিয় শিক্ষা বিষয়ক ১৪টি বই এবং অন্যান্য উপকরণও লিখেছেন।

আই-সি-আই এর আন্তর্জাতিক কর্মীগণ এই বইখানিকে নিজে নিজে অধ্যয়নের আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সাজানোর কাজে লেখকের সাথে একযোগে কাজ করেছেন। 'আপনার বাইবেল' বইটি তার সকল বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অধ্যয়নের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এখন আপনি প্রথম পাঠ শুরু করতে প্রস্তুত। এই বইটির মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে প্রচুর আশীর্বাদ করুন।

বাইবেল পাঠের উপকারিতা

অনেক বছর আগে এক কাপ্তেন তার জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি সুন্দর দ্বীপে গিয়েছিলেন । তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে দ্বীপটির লোকেরা আগে নরখাদক ছিল কিন্তু এখন তারা খুবই ভদ্র ও বন্ধু সুলভ, আর তারা নাকি ব্যবসা করতে আগ্রহী।

দ্বীপটির নেতার সাথে আলাপ করতে গিয়ে তিনি তার হাতে একখানি খুব বড় বাইবেল দেখতে পেলেন। তা দেখে কাপ্তেন মুচকী হেসে বললেন ঃ "আপনি নিশ্চয়ই ঐ পুরানো বইটিতে বিশ্বাস করেন না। এই যুগে ঐটি তো একদম বাতিল, এবং তা কারও কোন কাজেই আসে না।"

দ্বীপের নেতা তাকে ঘিরে দণ্ডায়মান বীর যোদ্ধাদের দিকে তাকালেন তারপর কাপ্তেনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ধীর কণ্ঠে তিনি বললেন, "কাপ্তেন, তুমি ভাবতে পার যে এই বইটি তেমন কোন উপকারে আসে না। কিন্তু তুমি জান না যে এই বইটির

জন্যই তুমি আজ উপকৃত হচ্ছ। এই বইখানি যদি আমাদের জীবনে আমুল পরিবর্তন না আনতো তাহলে এই মুহূর্তে তোমাকে কড়াইতে করে রান্না করা হত !"

বাইবেল পাঠের ফলে লোকের জীবনে যে পরিবর্তন আসে, তার দ্বারা লোকেরাও উপকৃত হয়। অন্য একজন বাইবেল পড়েছিল বলেই এই গল্পের নায়ক কাপ্তেনের জীবন রক্ষা

পেয়েছিল। বাইবেল পড়লে আপনি কিভাবে উপকৃত হবেন এই পাঠ থেকে তা জানতে পারবেন।

এই পাঠে আপনি যা পড়বেন ঃ

বাইবেল পড়ব কেন ?

বাইবেল পড়ে কি কি উপকার পাওয়া যায় ?

এই পাঠ পড়লে আপনি ঃ

- প্রত্যেকের বাইবেল পড়া উচিৎ কেন তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- বাইবেল পাঠের আটটি উপকারিতা বলতে পারবেন।
- নিয়মিতভাবে বাইবেল পাঠ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

বাইবেল পড়ব কেন ?

প্রতিটি লোকের বাইবেল পড়া উচিত কেন তার অনেক কারণ আছে। এখানে আমরা তিনটি কারণ আলোচনা করব। (১) একটি বিশেষ সুযোগ, (২) আত্মিক বৃদ্ধির একটা পথ, এবং (৩) আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি, তা জানবার উপায়।

একটি বিশেষ সুযোগ ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ বাইবেল পড়া একটি বিশেষ সুযোগ কেন, তার কারণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

একদিন আমার বন্ধু ডন এবং বণির নামে একখানা চিঠি এলো। এটি ছিল ইংল্যাণ্ডের রাণী এ্যাণির কাছ থেকে একখানি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ পত্র। এত বড় একজন বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে চিঠি পাওয়াটাই তো এক বিশেষ গৌরবের বিষয়, এবং রাজ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগটা আরও গৌরবের।

আপনার এবং আমার নামেও একখানা চিঠি আছে। যে লোকের কাছ থেকে সেটি এসেছে তিনি এই পৃথিবীর সব রাজাদের চেয়ে অনেক মহান। সেটি এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে! কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার চেয়েও বড় গৌরবের বিষয় হল এর নিমন্ত্রণ বা আহ্বান। এই চিঠি, যাকে আমরা বাইবেল বলে জানি, তাতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর সন্তান হবার জন্য ও তাঁর সাথে চিরকাল বসবাস করবার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন! তিনি আমাদের বলেন যে, তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা তাঁর

সন্তান হতে পারি। বাইবেল পড়ে ঈশ্বরকে এবং আমাদের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয় জানতে পারাটা কি এক অপূর্ব সুযোগ নয়?

বেড়ে উঠবার একটি পথ ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ বাইবেল কিভাবে একজন বিশ্বাসীকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে যে উক্তিগুলি তা বর্ণনা করে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য শিশুদের অবশ্যই বেড়ে ওঠা প্রয়োজন। আর বেড়ে উঠতে হলে তাদের সঠিক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদেরও আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে হবে। ইফিষীয় ৪ ঃ ১৫ পদে লেখা আছে, "আমরা বরং ...সব কিছুতে বেড়ে উঠে খ্রীষ্টের মত হব। তিনিই তো দেহের মাথা।" বাইবেল হচ্ছে আমাদের আত্মিক খাদ্য, আর তা পাঠ করবার মাধ্যমেই আমরা সে খাদ্য গ্রহণ করি তা খাই। আমরা যতই বাইবেল পড়ি, আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টকেও আমরা তত ভালভাবে জানিতে পারি। এই জ্ঞানই আমাদেরকে আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠে শক্তিশালী খ্রীষ্টিয়ান হতে সাহায্য

করে। "এর উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন সবাই ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁকে ভাল করে জানতে পেরে এক হই... সমস্ত গুণে পূর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ হই। তখন আমরা শিশুদের মত থাকব না" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩-১৪)

নীচের পদগুলি মুখস্থ করুন যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিকট একটি প্রতিজ্ঞা রূপে তা উল্লেখ করতে পারেন।

> ধন্য তুমি, হে সদাপ্রভু, আমাকে তোমার বিধি কলাপ শিক্ষা দেও । আমি তোমার নির্দেশমালা ধ্যান করিব, তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিব । আমি তোমার বিধি কলাপে হর্ষিত হইব, তোমার বাক্য ভুলিয়া যাইব না (গীত সংহিতা ১১৯ ঃ ১২, ১৫—১৬) ।

আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা জানবার একটি উপায় ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি তা জানবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক বান্ধবী বিশেষ ভাল বোধ করছিলেন না। তিনি শারিরীকভাবে অসুস্থ ছিলেন, তাছাড়া তার মনও ছিল দুঃখে-ভারাক্রান্ত । এমন সময় তিনি তার ভাবীস্বামীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তিনি উৎসাহ

দিয়ে লিখেছেন যে তাকে তিনি ভালবাসেন, আর তাকে বিয়ে করবার জন্য তিনি শীঘ্রই আসছেন । তার ভালবাসার পাত্রের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তিনি এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন যে তাতে অবাক হতে হয় ।

বাইবেলেও ঐ চিঠিটার মত, কারণ তাতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথাই আছে । আমরা কিভাবে জীবন যাপন করব তার নির্দেশও তিনি এর মাধ্যম দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে একদিন আমরা চিরকালের জন্য তাঁর সাথে বসবাস করব ।

আমাদের মন যদি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়, আমরা যদি ভাল বোধ না করি, তবে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠ করে আমাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা জানা উচিৎ । তাহলে আমরা ভাল বোধ করব, উৎসাহ লাভ করব, এবং এই শিক্ষা পাব যে আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।

বাইবেল পড়ে আমরা যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই জানতে পারি, তা নয়, অধিকন্তু তাঁর বর্তমান প্রতিশ্রুতি গুলিও জানতে পারি । এর পরে আমরা এই প্রতিশ্রুতি গুলির কয়েকটি সমন্ধে আলোচনা করব ।

বাইবেল পড়ে কি কি উপকার পাওয়া যায় ?

লক্ষ্য ৪ ঃ সরল অন্তঃকরণে বাইবেল পাঠের আটটি উপকারিতা বলতে পারা ।

উপকার বলতে এমন কিছু বুঝায় যা থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। বাইবেল পাঠ করে যে সব বিভিন্ন উপকার পাওয়া যায় আমরা তা থেকে আটটির সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই আটটি উপকার নিম্নরূপ ঃ

আত্মার খাদ্য
আনন্দ
ঈশ্বরের সান্নিধ্য
উৎসাহ
ভিত্তি
অনুপ্রেরণা
সত্য
নিরাপত্তা

আত্মার খাদ্য

বাইবেল হচ্ছে আত্মিক খাদ্য যা আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করে আমরা দেহ ও আত্মা এই উভয়ের জন্যই শক্তি ও সুস্বাস্থ্য লাভ করি। যীশু বলেছেন, "মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচেনা, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে" (মথি ৪ ঃ ৪)।

আনন্দ

বাইবেল পড়ে আমরা সত্যিকার আনন্দ লাভ করি। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের সম্বন্ধে সুখবর পড়ে যেমন আনন্দ লাভ করি, তেমনি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা পড়েও আমরা আনন্দ পেতে পারি। এমনকি ঈশ্বরের আদেশগুলি থেকেও আমরা আনন্দ পেতে পারি, কারণ আমাদের মঙ্গলের জন্যই সেগুলি দেওয়া হয়েছে। গীত সংহিতা ১১৯ ঃ ১১১ পদে আছে, "তোমার সাক্ষ্য কলাপ আমি চিরতরে অধিকার করিয়াছি, কারণ সে সকল আমার চিত্তের হর্ষ-জনক"।

ঈশ্বরের সান্নিধ্য

ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে আমরা তাঁর সঙ্গ বা সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি। বাইবেলের মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গ দেন ও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সাথে কথা বলেন। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার গুলির একটি যা আমরা কল্পনা করতেও পারতাম না।

উৎসাহ

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এর মধ্যে তিনি তাঁর অসীম প্রেমের উদাহরণ

দেখিয়েছেন, এবং তিনি যে আমাদের যত্ন নেবেন তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পিতরের বইটিতে একটা খুব সুন্দর পদ আছে, ঐ পদটি মুখস্থ রাখা ভাল। "তোমাদের সব চিন্তা-ভাবনার ভার তাঁর উপর ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করেন" (১ পিতর ৫ ঃ ৭)।

ভিত্তি

ভিত্তি বলতে এমন কিছু বুঝায় যার উপর কোন কিছু নির্মিত হয়। যীশু বলেছেন যে তাঁর বাক্যই আমাদের বিশ্বাস ও জীবন যাপনের এক নিরাপদ ভিত্তি। যারা বাইবেল পড়ে অথচ তা বিশ্বাস করেনা তারা এমন এক ঘরের মত যার কোন ভিত্তি নেই।

অনুপ্রেরণা

ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ত্রাণকারী বিশ্বাস, ভবিষ্যতের বিষয়ে আশা এবং অন্যদের প্রতি ভালবাসা জাগিয়েতোলেন। অনুপ্রেরণা বলতে এমন একটা প্রভাব বুঝায় যা আমাদের মনে ভাল চিন্তা জাগিয়ে তোলে, বা ভাল ভাল কাজে চালিত করে। অনেক কবি, গায়ক ও শিল্পি বাইবেল থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। বাইবেল তাদের মনে কবিতা, গান কিম্বা ছবি আঁকার সুন্দর সুন্দর চিন্তা দিয়েছে।

সত্য

বাইবেলে আমার যে সত্য পাই তা থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে থাকি, এবং জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পাই। তা আমাদের অজ্ঞতা ও ভুল শিক্ষা থেকে মুক্ত করে। "আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন, আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে" (যোহন ৮ঃ৩২)।

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা বলতে কেবল বিপদমুক্তিই বুঝায় না; বরং এর দ্বারা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাও বুঝায়। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে আমরা সত্যিকার নিরাপত্তা খুঁজে পাই, তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আসে এবং স্বর্গের অনন্তধামে আমাদের স্থান করে দেয়। আমরা যদি নিয়মিত ভাবে তা পড়ি তবে তা আমাদের আত্মিক অস্ত্র—পাপ ও শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের "তরবারি ও ঢাল" স্বরূপ।

ঈশ্বর আমাদের যে বইটি দিয়েছেন

ঈশ্বর কিভাবে আমাদের বাইবেল দিয়েছেন তা কি আপনার কখনও জানতে ইচ্ছা হয়নি ? স্বর্গদূতগণ কি তা তৈরী করে রেখেছিলেন যেন পরে কোন লোক তা খুঁজে পায় ? অথবা কেউ কি সারা জীবন সাধনা করে তার ধ্যান ধারণার বিবরণ বাইবেলে লিখে গেছেন ?

তাঁর বাক্য, অর্থাৎ বাইবেল দেওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বর কিন্তু এ গুলির কোন পথই ব্যবহার করেননি । যে বইটিকে আমরা বাইবেল বলে জানি সেটি দেবার জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ লোকদের ব্যবহার করেছিলেন, যারা শত শত বছর ব্যাপী এই বইটি লিখেছিলেন । তাদের লেখার মধ্যে যে মিল বা ঐক্য দেখা যায় তা এক অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরেরই সাক্ষ্য বহন করে।

বাইবেল যে পথে লেখা হয়েছিল তা এক অলৌকিক

ব্যাপার। তেমনি বাইবেল যে আজও অবিকৃত ভাবে এর অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তাও আর একটি অলৌকিক ব্যাপার। একজন ভাববাদীর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে একজন রাজা একখানি ভাববাণীর বই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু ভাববাদীকে আর একখানি গুটানো পুস্তকে সব বিবরণ লিখে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন (যিরমিয় ৩৬ ঃ ২৭-২৮)। তাঁর বাক্য ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি।

এই পাঠে আমরা বাইবেল সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব, যেমন বাইবেল লিখবার জন্য ঈশ্বর কাদের ব্যবহার

করেছিলেন, বাইবেলের একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কি মিল, পরস্পরের সাথে বা সব কিছুর সঙ্গে আমাদের জীবনেরই বা কি মিল আছে ইত্যাদি । আমরা বাইবেলের সাথে যত ভালভাবে পরিচিত হব ততই এর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখব এবং একই সময়ে আরও বেশী পরিমানে বাইবেল পাঠের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলব।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন ঃ

বাইবেলের উৎপত্তি

বাইবেলের সাধারণ গঠন

পুরাতন ও নুতন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক

বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ

এই পাঠ পড়লে আপনি

- বাইবেলের উৎপত্তি ও গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুরাতন নিয়মের সাথে নূতন নিয়মের সম্পর্ক কি তা বুঝতে পারবেন।
- প্রত্যেকের পক্ষে বাইবেল পড়ে বুঝা আবশ্যক কেন তা জানতে পারবেন।

বাইবেলের উৎপত্তি

বাইবেলের সংজ্ঞা এবং ভাগ

লক্ষ্য ১ঃ পবিত্র বাইবেল বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞা এবং এর মধ্যে কতগুলি বই আছে তা বলতে পারা।

পবিত্র বাইবেল আসলে ঈশ্বরের দেওয়া ৬৬টি বইয়ের এক পাঠাগার বা লাইব্রেরী। একে আমরা বাইবেল, পবিত্র শাস্ত্র, ঈশ্বরের বাক্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকি।

"বাইবেল" কথাটির মানে "বই"। "পবিত্র" মানে "এমন কিছু, যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই, আর এই জন্য আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।" বাইবেলের মোট ৬৬টি বইয়ের প্রত্যেকখানি বই-ই পবিত্র।

বাইবেলের লেখক এবং তাদের অনুপ্রেরণা

লক্ষ্য ২ঃ মোট কতজন লেখক বাইবেল লিখেছিলেন এবং তাঁরা কিভাবে বাইবেলের বইগুলি লিখেছিলেন তা বলতে পারা।

ঈশ্বর বাইবেল লিখবার জন্য প্রায় ৪০ জন লোককে ব্যবহার করেছিলেন। এদের কেউ কেউ একটির বেশীও বই লিখেছিলেন, আবার কয়েকটি বইয়ে লেখকের নাম না থাকায় ঐগুলি কারা লিখেছিলেন তা আমরা জানি না।

"ঈশ্বরানুপ্রাণিত" কথাটির মানে ঈশ্বর লেখকদের দিয়ে যা লেখাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে চিন্তা ও ভাষা পবিত্র আত্মাই তাদের মনে যুগিয়ে দিয়েছিলেন। ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ পদে লেখা আছে যে প্রতিটি শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বাসিত বা ঈশ্বরানুপ্রাণিত। এই লেখকরা একজন অন্যজনের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করতে পারেন নি, কারণ তারা একই সাথে একই সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন না। বাইবেলের প্রথম বইটি যীশু খ্রীষ্টের প্রায় ১,৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল, এবং এর শেষ বইটি যীশু খ্রীষ্টের প্রায় ১০০ বছর পরে লেখা। যেহেতু

বাইবেলের বইগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাই এগুলিকে আমরা পবিত্র বলতে পারি।

বাইবেলের লেখকদের মধ্যে রাজা, জেলে, শ্রমিক রাজনীতিবিদ, সৈনিক, ধর্মীয় নেতা, কৃষক, বণিক এবং কবি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক ছিলেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন, এতদসত্বেও ঈশ্বর তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলেই তারা একই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গ বা এর মূল বিষয় হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক।

সমস্ত বইয়ের মধ্যে এইরূপ ঐক্য এবং কোনরকম বিরোধ বা গরমিল না থাকা সম্ভব হল কি করে ? এর কারণ বাইবেলের মূল লেখক একজনই,—তিনি ঈশ্বর,—তিনিই বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে কথা বলেছেন।

নীচে মনে রাখবার মত একটা সুন্দর পদ দেওয়া হল। এই পদটি মুখস্থ করুন ঃ

> কারণ নবীদের কথা মনগড়া নয়; পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন (২ পিতর ১ ঃ ২১ পদ)।

বাইবেলের সাধারণ গঠণ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যকার কমপক্ষে তিনটি পার্থক্য সনাক্ত করতে পারা।

যখন দু'জন লোক অথবা দুটি জাতি কোন বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করতে চায় তখন তারা একখানি কাগজে তা লেখে, যা চুক্তি পত্র নামে পরিচিত। একবার চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর দেওয়ার পরে সেই চুক্তি অবশ্যই আর অমান্য করা যায় না।

"নিয়ম" কথাটির মানেই চুক্তি বা সন্ধি। বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এ গুলি আসলে মানুষের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি পত্র।

বাইবেলের প্রথমে যে সূচীপত্র আছে তাতে আপনি পুরাতন ও নূতন নিয়মের বইগুলির নাম দেখতে পাবেন। কোন বই কত পৃষ্ঠায় আরম্ভ হয়েছে তাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন যে প্রথমে পুরাতন নিয়ম এবং পরে নূতন নিয়মের বইগুলি দেওয়া হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম যিহুদী জাতিকে দেওয়া হয়েছিল, যারা হিব্রু (হিব্রীয়) বা ইস্রায়েলীয় নামে পরিচিত ছিল। ঈশ্বর তাদের

মনোনীত করেছিলেন যেন তারা তাঁর প্রকাশিত সত্য গ্রহণ করে ও লিপিবদ্ধ করে, এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়। যিহুদীদের ভাষা ছিল হিব্রু, তাই পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল।

জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ত্রাণকর্তা এসে নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মানুষের সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক ছিল, তার ইতিহাস ও শর্তাবলী আমরা পুরাতন নিয়মে পাই।

যারা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করে, তাদের সাথে ঈশ্বর যে নতুন নিয়ম বা চুক্তি করেছেন, "নূতন নিয়মে" আমরা তার ইতিহাস ও শর্তাবলীর বিবরণ পাই। নূতন নিয়মে যীশুর জীবন ও তার শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নূতন নিয়ম যখন লেখা হয়েছিল তখন গ্রীক ছিল প্রচলিত সাধারণ ভাষা যা সবাই জানত ও বুঝত। এই নূতন নিয়ম বা চুক্তি কেবল যিহুদীদের জন্য ছিল না, তা ছিল সব মানুষেরই জন্য, তাই নূতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। যার ফলে অধিকাংশ লোকই তা পড়তে পারত।

পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নূতন নিয়ম যে পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা সাধন করে তার একটি উদাহরণ দিতে পারা।

পুরাতন নিয়ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর মানুষের জন্য তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা ছিল একটা সাময়িক বা অস্থায়ী চুক্তি। যতদিন না যীশুখ্রীষ্ট এসে এর চেয়ে ভাল ও স্থায়ী চুক্তি স্থাপন করেন ততদিনই ছিল এর মেয়াদ। আমরা বর্তমানে নূতন চুক্তি, অর্থাৎ নূতন নিয়মের অধীনে জীবনযাপন করছি, তাই আমরা আপনাকে প্রথমে নূতন নিয়ম পড়বার পরামর্শ দেই।

পুরাতন নিয়মের উপরই নূতন নিয়মের ভিত্তি। নূতন নিয়ম যে কেবল এই দুটি চুক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তা নয়, অধিকন্তু পুরাতন নিয়মের অনেক ভাববাণীর পূর্ণতার বিবরণও আমরা এতে পাই।

উদাহরণ স্বরূপ পুরাতন নিয়মের মীখা ভাববাদীর বইয়ে (৫ ঃ ২ পদ) বলা হয়েছে যে যিহুদিয়ার বৈৎলেহমে ত্রাণকর্তা জন্ম গ্রহণ করবেন। নূতন নিয়মে মথি ২ ঃ ১ পদ বলে যে ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পুরাতন নিয়মে গীত সংহিতা ২২ ঃ ১৮ পদ বলে যে লোকেরা ত্রাণকর্তার পোশাক গুলিবাট করে (বা ভাগ্য পরীক্ষা করে) নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। যীশু যখন ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করলেন তখন সৈন্যরা তাঁর পোশাক তদ্রূপভাবে নিয়ে নিয়েছিল। মথি ২৭ ঃ ৩৫ পদে আছে, "যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা ভাগ্য পরীক্ষা করে তাঁর কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।"

এইরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নূতন নিয়মের মধ্যে পুরাতন নিয়মের যে সব ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের মত অতি প্রাচীন পুস্তক যে আজও তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে তা নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্যের ব্যাপার। ঈশ্বরের সেই মনোনীত জাতি, যারা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিল, তা রক্ষা করেছিল, এবং অন্যান্য জাতিদের কাছে সাক্ষ্য বহণ করেছিল, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ

বিভিন্ন ভাষা

লক্ষ্য ৫ ঃ একাধিক ভাষায় আমাদের বাইবেল প্রয়োজন হয় কেন, তার একটি কারণ বলতে পারা।

ঈশ্বর চান যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করে (২ পিতর ৩ ঃ৯)। ঈশ্বরের এইরূপ ইচ্ছা থাকায় তিনি চান যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর বাক্য বুঝতে পারে। এই জন্যই পুরাতন নিয়ম যিহুদীদের জন্য হিব্রু ভাষায়, এবং নূতন নিয়ম সারা পৃথিবীর জন্য গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল।

আজকাল আমরা হিব্রু অথবা গ্রীক ভাষা বুঝি না, তাই বাইবেল যদি আমাদের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করা না হত তাহলে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হত। যে ভাষা আমরা ভাল করে জানি না সেই ভাষায় যদি আমরা কিছু পড়তে চাই তবে খুব সাধারণ বিষয় সম্বন্ধেও ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আমরা বাইবেল পাঠ করি, অন্যদের তা শিক্ষা দেই, এবং বাইবেলের অনুবাদ করে প্রকাশ করি। বিভিন্ন দেশের বাইবেল সোসাইটি নতুন অনুবাদ প্রকাশের কাজ করে যাচ্ছে।

বাইবেল প্রায় ১,৩০০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

যখনই কোন নতুন ভাষায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়, তখন তা খুবই আনন্দের বিষয়। কারণ এর মানেই আরও অনেক লোকে তাদের নিজ-ভাষায় বাইবেল পড়বার সুযোগ পাবে। আরও কয়েক শত ভাষায় এখনও বাইবেল অনুবাদ করা হয়নি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন যারা এই মহান কাজে নিয়োজিত আছেন তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ করেন।

একই ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদ বা সংস্করণ

লক্ষ্য ৬ ঃ একই ভাষায় বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ করা হয় কেন, তার একটি কারণ বলতে পারা।

কখনও কখনও একই ভাষায় বাইবেলের একাধিক অনুবাদ বা সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। কারণ সময়ের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হয়। সময়ের বিচারে কোন অনুবাদ যখন পুরানো হয়ে যায় তখন তা বুঝা একটু কঠিন হয়ে পড়ে, আর তখন এর ভাষায় কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। পুরানো শব্দ বাদ দিয়ে তার বদলে দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহৃত নতুন শব্দ যোগ করা হয়।

একই ভাষায় নতুন আর একটি অনুবাদ করবার অর্থ এই নয় যে বাইবেলের অর্থ ও শিক্ষায় পরিবর্তন করা। যে কোন অনুবাদ পুরানো, কি নতুন, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট সব বাইবেলই মূলতঃ এক। সবক্ষেত্রেই অনুবাদকরা মূল গ্রীক অথবা হিব্রু ভাষার নির্ভুল অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন।

বাইবেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদ যেটি, সেটি প্রায় একশো বছরের বেশী পুরানো এবং তা সাধু ভাষায় লেখা। অনেক আগের অনুবাদ বলে আজকাল তা বুঝা একটু কঠিন। চলতি বাংলা ভাষায় নূতন নিয়মের যে সহজ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এই বইয়ে সাধারণতঃ সেই অনুবাদ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে পুরাতন নিয়মের চলতি ভাষায় সহজ অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পুরাতন নিয়মের পুরানো অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। নীচে ফিলিপীয় ৩ ঃ ১ পদের সাহায্যে নতুন ও পুরানো অনুবাদের তুলনা করে দেখানো হয়েছে। "শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে আনন্দ কর। একই কথা তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ লিখতে আমার আয়াস বোধ হয় না, আর তাহা তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত।" (পুরানো অনুবাদ)

"শেষে বলি, আমার ভাইয়েরা, তোমরা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত আছ বলে আনন্দ কর। তোমাদের কাছে আবার একই কথা লিখতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, আর তোমাদের সতর্ক করবার জন্য তা করা ভাল।" (নতুন অনুবাদ)

অনেক পাঠকের কাছে আধুনিক নতুন অনুবাদ বুঝা সহজ, আবার অনেকে পুরানো অনুবাদই বেশী পছন্দ করেন।

এপোক্রিফা

লক্ষ্য ৭ ঃ এপোক্রিফা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের কোন কোন অনুবাদে এমন কয়েকটি বই (এপোক্রিফা) যুক্ত করা হয়েছে যেগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই সন্দেহপূর্ণ বইগুলি এপোক্রিফা নামে পরিচিত। এই বইগুলিতে পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যবর্তী ৪০০ বছর সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ যা নির্ভুল নয়। এগুলি যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত তার কোন প্রমাণ নাই। আর এই জন্যই এই বইগুলি যিহুদীদের পবিত্র পুস্তকাবলীর (যে গুলি নিয়ে পুরাতন নিয়ম গঠিত) মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি।

এই সন্দেহপূর্ণ বইগুলিকে একত্রে এপোক্রিফা এই নাম

দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো "গুপ্ত বিষয়" । এই বইগুলিকে কঠিন বলে মনে করা হত । সাধারণ পাঠকরা এগুলি বুঝতে সক্ষম ছিল না। অপর পক্ষে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সকলেরই উপকার ও উপভোগের জন্য দেওয়া হয়েছে । ঈশ্বরের ইচ্ছা সবাই যেন পরিত্রাণ পায় ও "খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে" (১ তীমথীয় ২ঃ ৪) ।

বাইবেলে আপনি যা খুঁজছেন তা কিভাবে বের করবেন

বুড়ী ঠাকুমার রান্না ঘরে একটা জিনিষ খুঁজে বের করে কার সাধ্য। চিনির টিনে ময়দা, লবনের বোতলে চা-পাতা এমনিভাবে সব এলোমেলা করে রাখা। এতে অবশ্য বুড়ী ঠাকুমার কোন অসুবিধা হত না, কারণ তিনি একাই রান্নার কাজ করতেন।

কিন্তু রাস্তার ওপাশের বাড়ীটা ছিল একেবারেই আলাদা। সেখানে রান্নাঘরের সব কিছুই লেবেল এঁটে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা। এর কারণ মা-ই কেবল, রান্না বান্না করতেন না, কখনো-কখনো মেয়েরাও রান্না করতো, এমনকি তার স্বামীও নিজের নাস্তা নিজেই তৈরী করে নিতে পছন্দ করতেন। সব কিছু লেবেল আঁটা থাকায় তারা সহজেই সব খুঁজে পেতেন, খাবার সময়ও সব কিছু সুশৃংখল ও পরিপাটিভাবে করা হত।

বাইবেলের বইগুলিও ঠিক এমনিভাবে সাজানো আবশ্যক

যেন আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শাস্ত্রাংশগুলি সহজে খুঁজে পেতে পারি। বাইবেলের প্রকাশকেরাও এ বিষয় জানেন। বাইবেলের যে কোন অনুবাদেই এর বইগুলি ও বিষয় বস্তু ঠিক একইভাবে একই অধ্যায় ও পদ অনুযায়ী সাজানো হয়, ফলে কোন বিষয় খুঁজে পেতে আমাদের অযথা হয়রান হতে হয় না।

আবার এমন অনেক সাহায্যকারী বইও আছে, যেগুলি একটা

সূচীপত্রের মতই বাইবেলের কোন বিশেষ পদ খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে। এই পাঠে আমরা বাইবেলে পদগুলি কিভাবে বলতে ও লিখতে হয় তা শিখব। তাছাড়া যে সব সাহায্যকারী বই বাইবেলের কোন বিষয় বা পদ খুঁজে পেতে সাহায্য করে এই পাঠে আমরা সেগুলি ব্যবহার করতেও শিখবো।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

বাইবেলের পদ-নির্দেশ।

পাঠ নির্দেশ।

বাইবেল নির্ঘন্ট বা কনকর্ডান্স ।

এই পাঠ পড়লে আপনি....

- বাইবেলের যে কোন নির্দিষ্ট পদ লিখতে, বলতে ও খুঁজে বের করতে পারবেন।
- পার্শ্ববর্তী পদ নির্দেশ এবং বাইবেল নির্ঘন্ট বা কনকর্ডান্স কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলতে পারবেন।

বাইবেলের পদ নির্দেশ

কিভাবে বলতে ও লিখতে হয়।

লক্ষ্য ১ঃ বাইবেলের যে কোন পদ-নির্দেশ নির্ভুলভাবে বলতে পারা ও লিখতে পারা।

পড়তে বা অধ্যয়ন করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য বাইবেলের প্রতিটি বইকে কতগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়কে আবার ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সেগুলির বাম পাশে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গুলি 'পদ' বা 'বাইবেলের বচন' নামে পরিচিত। আমরা যখনই কোন শাস্ত্রাংশটি উল্লেখ করি তখন প্রথমে যে বইয়ে ঐ বিশেষ শাস্ত্রাংশটি আছে সেই বইটির নাম, তারপর অধ্যায় ও পদের সংখ্যা উল্লেখ করি। এগুলিকে একত্রে বাইবেলের পদ-নির্দেশ বলা যায়।

আসুন আমরা বাইবেলের প্রথম বইটি অর্থাৎ আদি পুস্তকের কথায় আসি। আপনি যে বাইবেল ব্যবহার করছেন, তাতে যদি কোন ভূমিকা থাকে তবে তা বাদ দিয়ে যেখানে বড় একটা 'এক' ১ লেখা আছে, সেখান থেকে শুরু করুন। এই বড় '১' সংখ্যাটি

প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার চিহ্ন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পদটি একটা ছোট 'এক' ১ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা এইভাবে শুরু হয়েছে, "আদিতে ঈশ্বর..." । এখন আপনি যদি এই পদটি বলতে বা উল্লেখ করতে চান তাহলে বলতে হবে "আদি পুস্তক এক অধ্যায় এক পদ"। লক্ষ্য করবেন যে সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে এর পদগুলি একইভাবে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখন এর পরের বড় সংখ্যাটি দেখুন, এটি হচ্ছে '২'। এটা দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার চিহ্ন। প্রথম পদ এইভাবে শুরু হয়েছে ঃ "এইরূপে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং ··সমাপ্ত হইল"। এখন আপনি যদি এই পদটি নির্দেশ করতে চান তবে বলবেন "আদি পুস্তক দুই অধ্যায় এক পদ" । দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোট ২৫টি পদ আছে।

এখন কয়েকটা অধ্যায় বাদ দিয়ে আদি পাঁচ অধ্যায় এক পদ দেখুন। এই পদটি এইভাবে আরম্ভ হয়েছে আদমের বংশাবলী পত্র এই। আদি ৫ ঃ ১—৫ কিভাবে উল্লেখ করা হবে ? আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন "আদি পাঁচ অধ্যায় এক থেকে পাঁচ পদ, যে পদ ও অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা হবে সেগুলি যদি

পর পর হয় তবে প্রথম ও শেষ পদ এবং অধ্যায়ের মাঝে একটা ড্যাস (—) চিহ্ন দেওয়া হয়। আমরা যদি একই অধ্যায়ের এমন কতগুলি পদ উল্লেখ করতে চাই যেগুলি পরপর নয় তাহলে সেগুলি আমরা এইভাবে লিখি, যিহোশূয় ১ঃ৫, ৮ ও ১০ পদ। বলবার সময় এইভাবে বলি,"যিহোশূয় পুস্তক এক অধ্যায় পাঁচ, আট ও দশ পদ।"

শাস্ত্রাংশগুলি যদি একই বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে থাকে তবে সেমিকোলেন বসিয়ে অধ্যায়গুলি আলাদা করে দেখানো হয়। যেমন মথি ১ ঃ ২১; ২ ঃ ১—৬ পদ মানে এক অধ্যায় একুশ পদ, এবং দুই অধ্যায় এক থেকে ছয় পদ।

কোন কোন বইয়ের একই নাম এবং একটির পরেই অন্যটি, যেমন ১ রাজাবলী এবং ২ রাজাবলী। "যোহন" বইটির লেখক আরও তিনটা চিঠি লিখেছিলেন আরএগুলির নামওতারই নামেঃ ১ যোহন, ২ যোহন, এবং ৩ যোহন। এদের কোন একটা বই থেকে পদ নির্দেশ এইভাবে লেখা যায় (প্রথম যোহন, এক অধ্যায় নয় পদ) ১ যোহন ১ ঃ ৯ পদ।

আমার বিশ্বাস, এই নিয়মগুলি আপনার কাছে খুবই সহজ

ব্যাপার। পরে বাইবেল অধ্যয়নের সময় আপনি এগুলি থেকে যথেষ্ট উপকার পাবেন।

নির্দেশিত পদগুলি খুঁজে বের করা

লক্ষ্য ২ ঃ বাইবেল থেকে যে কোন নির্দেশিত পদ খুঁজে বের করতে পারা।

একদিন এক প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যয়ন সভা শেষে এক নতুন বিশ্বাসী আমাকে বললেন, "আপনি খুবই চটপটে, বাইবেলের যে কোন পদ আপনি কত তাড়াতাড়ি বের করে ফেলেন।" তাড়াতাড়ি বাইবেলের পদ বের করতে পারাটা বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এর মানে এখন এই পাঠে আপনি যা শিখছেন, সেই ব্যক্তি তা আগেই শিখেছেন।

বাইবেলের প্রথম দিকে একটা পৃষ্ঠায় যে সূচীপত্র আছে তাতে বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের নাম এবং কোন পৃষ্ঠায় বইটি শুরু হয়েছে তা দেওয়া আছে। প্রথমে কোন শাস্ত্রাংশ খুঁজে বের করবার জন্য হয়ত আপনাকে এই সূচীপত্রের সাহায্য নিতে হবে।

তবে বাইবেলের নির্দেশিত পদ বের করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বাইবেলের বইগুলি যেভাবে পর পর আছে, ঠিক

সেইভাবে সেগুলি মুখস্থ করা। শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারে, আর বয়স্করাও একাজ করতে পারেন। বার বার উচ্চারণ করবার দ্বারা আপনি দিনে পাঁচ-ছয়টি করে নাম মুখস্থ করতে পারেন। একটা কাগজে লিখে নিয়ে সেটা সাথে রাখতে পারেন, এবং মাঝে মাঝে দেখে নিয়ে মনে বার বার আবৃত্তি করতে পারেন, এইভাবে খুব তাড়াতাড়িই নামগুলো আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। একবার মুখস্থ হয়ে গেলে আপনি খুব সহজেই বাইবেলের যে কোন অংশ খুঁজে বের করতে পারবেন।

পাঠ-নির্দেশ

লক্ষ্য ৩ঃ পাঠ-নির্দেশের ব্যবহার সনাক্ত করতে পারা।

কোন কোন বাইবেলে পৃষ্ঠার মাঝখানে উপর থেকে নীচে; পৃষ্ঠার দুই কিনারায়, অথবা পৃষ্ঠার নীচে, কিম্বা প্রতিটি পদের পরে পাঠ-নির্দেশ থাকে। এ গুলিকে প্রতিনির্দেশ অথবা প্রান্তীয় পদ নির্দেশও বলা হয়ে থাকে। এগুলি আপনাকে ঐ বিশেষ পদটির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পদ পেতে সাহায্য করবে।

বাইবেলের কোন একটা পদের কোন বিশেষ কথার পাশে খুব ছোট একটা অক্ষর বা চিহ্ন বসানো হয়, এর দ্বারা আপনাকে

পাঠ-নির্দেশ পৃষ্ঠায় ঐ একই অক্ষরটি (বা চিহ্নটি) দেখতে বলা হয়। ঐ অক্ষরটির মাধ্যমে আপনি এমন একটা পাঠ-নির্দেশ লাভ করবেন যার ফলে আপনি সম্পর্কযুক্ত আরও পদ পাবেন।

আপনার বাইবেলে যে সব পাঠ-নির্দেশ ও মন্তব্য আছে সেগুলি বাইবেল অধ্যয়নে সহায়ক হলেও তা ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট বা অনুপ্রাণিত নয়। আমরা যাতে সহজে বাইবেল পড়ে বুঝতে পারি সেই জন্যই বাইবেলের বিশেষজ্ঞরা এগুলি দিয়েছেন।

বাইবেল নির্ঘন্ট বা কন্‌কর্‌ড্যান্স

লক্ষ্য ৪ ঃ কন্‌কর্‌ড্যান্স ব্যবহারের উপায়গুলি চিহ্নিত করতে পারা।

কন্‌কর্‌ড্যান্স আসলে অক্ষর অনুযায়ী বাইবেলের প্রধান প্রধান শব্দগুলির সূচীপত্র বিশেষ। এই সূচী পুস্তকে একটা বিশেষ শব্দ বাইবেলের কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কোন নির্ভরযোগ্য কন্‌কর্‌ড্যান্স নাই। যে সব ছোট ছোট সাহায্যকারী বই পাওয়া যায় সেগুলিও কম উপকারী নয়। তবে এখানে যে সব পরামর্শ ও উপদেশ

দেওয়া হয়েছে আশা করি তা আপনার যথেষ্ট উপকারে আসবে।

বেশ কয়েকটি প্রয়োজনের সময় কন্‌কর্‌ড্যান্স বা এই জাতীয় কোন বই আপনার সাহায্যে আসতে পারে। ধরুন "ভালবাসা" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়েকটি পদ আপনি পড়তে চান। এখন আপনার কাজ হল কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় কোন সাহায্যকারী বইয়ে এই কথাটি খোঁজ করা। সেখানে আপনি পদ-নির্দেশ পাবেন এবং "ভালবাসা" কথাটি আছে এমন পদগুলির থেকে অংশ বিশেষের উল্লেখ দেখতে পাবেন।

কোন একটা বিশেষ পদ খুঁজে পেতেও কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বইগুলি আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি হয়তো বচনগুলি জানেন কিন্তু কোন জায়গায় সেগুলি পাওয়া যাবে তা জানেন না। এখন আপনি ঐ বচনটি থেকে একটা প্রধান শব্দ বেছে নিন এবং কন্‌কর্‌ড্যান্সে ঐটি দেখুন, তাহলে আপনি হয়তো পদ-নির্দেশগুলির মধ্যে আপনার আকাঙ্খিত পদটিও পেয়ে যাবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, মনে করুন "কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল" এই বচনটি কোথায় আছে তা আপনি খুঁজে পেতে চান। আপনার হয়তো কেবল মনে আছে "ধন-সম্পদ সব মন্দের মূল।" লক্ষ্য করবেন যে এখানে তিনটি মূল বা প্রধান শব্দ আছে

যেমন ঃ ধন, মন্দ ও মূল। আপনি যদি 'ধন' কথাটি নিয়ে খুঁজতে শুরু করেন তাহলে হয়তো নীচের মত কোন কিছু পাবেন ঃ

মথি ১৩ ঃ ২২ ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া

মার্ক ১০ ঃ ২৩ তাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে

১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০ ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল

'ধন' কথাটি নিয়ে অনুসন্ধান করে আপনি যদি আপনার আকাঙ্খিত পদটি না পান তবে অন্যান্য প্রধান শব্দগুলি নিয়েও আপনি অনুসন্ধান করতে পারেন।

উপরে যে বচনটি উল্লেখ করা হয়েছে (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১০) সেটি প্রায়ই ভুলভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। তাই কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বই ব্যবহার করবার আরও একটা সুবিধা হল এর ফলে আমরা আমাদের ভুলগুলি আবিষ্কার করতে পারি।

আপনার বাইবেলে পাঠ নির্দেশ আছে কি ? এই পাঠ নির্দেশ, এবং কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বই, যেমন বাইবেল চয়নিয়কা ইত্যাদি বাইবেলের শিক্ষক, প্রচারক এবং যারা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চান তাদের জন্য বিশেষ উপকারী। আর আপনি যদি প্রচারক বা শিক্ষক না-ও হতে চান তবুও পাঠ নির্দেশ ও কন্‌কর্‌ড্যান্স জাতীয় বইগুলি ব্যবহার করলে আপনি অনেক

নতুন বিষয় জানতে সক্ষম হবেন। এইগুলির সাহায্য নিয়ে আপনি আরও ভালভাবে ঈশ্বরের বাক্য জানতে ও বুঝতে পারবেন। ঈশ্বরের সাথে ও অন্যান্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানতে পারবেন।

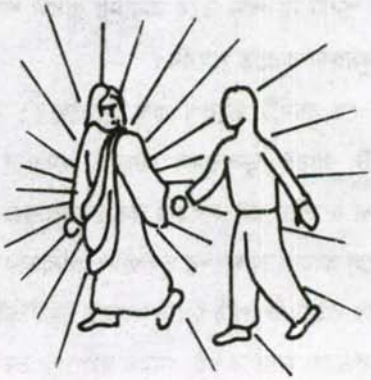

পুরাতন নিয়মের বইগুলি

একজন যুবক আমাদের বাইবেল পাঠের আসরে যোগ দিয়ে প্রথমে মন্তব্য করেছিল, "পুরাতন নিয়ম অন্য যে কোন প্রাচীন ইতিহাস বইয়ের মতই।" পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু অংশ পড়বার পরে অবশ্য তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছিল।

পুরাতন নিয়মে যদিও জগৎ সৃষ্টি এবং যিহুদী জাতির সম্পর্কে কিছু ইতিহাস আছে, তবুও শুধুমাত্র ইতিহাসই নয়। কখনও কখনও একটা গল্প পুনরায় এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। ভাববাণীর বিবরণ যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাদের কতগুলির পূর্ণতার বিবরণ আমরা বাইবেলেই পাই, আবার কতগুলি এখনও পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এছাড়া বইগুলি প্রেম-কাহিনী, কবিতা, গান এবং প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

ইতিহাস বই থেকে আমরা ইতিহাসের বীরদের সম্বন্ধে জানতে পারি, কিন্তু পুরাতন নিয়মে তখনকার সময়ের প্রচলিত লোককথাও আছে। এই গল্পগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এইগুলি থেকে আমরা তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের কাজের এক পরিষ্কার ছবি দেখতে পাই।

পুরাতন নিয়মের বইগুলিকে প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। তৃতীয় পাঠে আমরা বইগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অর্থাৎ অধ্যায় ও পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বাইবেলের বইগুলির প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

- পুরাতন নিয়মের বইগুলির প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি চিনতে পারবেন।
- প্রতিটি বই অথবা এর লেখকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

লক্ষ্য ১ঃ পুরাতন নিয়মের বইগুলির প্রধান শ্রেণীবিভাগ এবং প্রতিটি শ্রেণীতে মোট কতটি বই আছে তা বলতে পারা।

একটা হাতের ছবির সাহায্যে পুরাতন নিয়মের প্রধান শ্রেণী বিভাগগুলি মনে রাখা সহজ হবে।

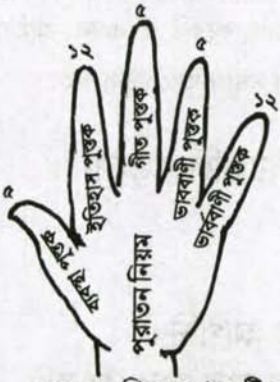

ব্যবস্থা পুস্তক —৫
ইতিহাস পুস্তক —১২
গীত পুস্তক —৫
বিশেষ ভাববাণী পুস্তক —৫
সাধারণ ভাববাণী পুস্তক —১২

পুরাতন নিয়মের ৩৯টি বইকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ

ব্যবস্থা বা আইন (বই) পুস্তক ... ৫টি

ইতিহাস (বই) পুস্তক ... ১২টি

গীত(বই) পুস্তক ... ৫টি।

বিশেষ ভাববাণী (বই) পুস্তক ... ৫টি।

সাধারণ ভাববাণী (বই) পুস্তক ... ১২টি।

আপনার বাইবেলের সূচীপত্রে পুরাতন নিয়মের বইগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলিকে নীচের মত শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

ব্যবস্থা বা আইন বই
আদি পুস্তক
যাত্রা পুস্তক
লেবীয় পুস্তক
গণনা পুস্তক
দ্বিতীয় বিবরণ

ইতিহাস বই
যিহোশূয়
বিচার কর্তৃগণ
রূপের বিবরণ
১ শমূয়েল
২ শমূয়েল
১ রাজাবলী
২ রাজাবলী
১ বংশাবলী
২ বংশাবলী
ইষ্রা
নহিমিয়
ইষ্টের

কাব্য বা গীত বই
ইয়োব
গীতসংহিতা
হিতোপদেশ
উপদেশক
পরমগীত

বিশেষ ভাববাণী বই
যিশাইয়
যিরমিয়
বিলাপ
যিহিষ্কেল
দানিয়েল

সাধারণ ভাববাণী বই
হোশেয়
যোয়েল
আমোষ
ওবদিয়
যোনা
মীখা
নহূম
হবককূক
সফনিয়
হগয়
সখরিয়
মালাখি

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জেগেছে ভাববাদীদের বিশেষ এবং সাধারণ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হল কেন। বাইবেলের সমস্ত বইই গুরুত্বপূর্ণ, তাই বইগুলির বিষয় বস্তুর সাথে এই শ্রেণী বিভাগের কোন যোগ নাই। একমাত্র 'বিলাপ' বাদে বিশেষ ভাববাণী বইগুলির সবই অপেক্ষাকৃত বড়, আর সাধারণ ভাববাণী বইগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের।

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা

ব্যবস্থা বা আইন

লক্ষ্য ২ঃ ব্যবস্থা পুস্তকের পাঁচটি বইয়ের নাম ও সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক নামে পরিচিত। এগুলিকে আবার মোশির পঞ্চ পুঁথি বা পেন্টাটেকও বলা হয়ে থাকে। এই নামের মানেই হল পাঁচটি বই। যিহূদী জাতির মহান নেতা ও উদ্ধার কর্তা মোশি এই পাঁচটি বই লিখেছিলেন। এইজন্য এইগুলিকে "মোশির পুস্তক" বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

'আদি' কথাটির মানে "শুরু" বা "উৎপত্তি'। আদি পুস্তকে

আমরা সৃষ্টির বিবরণ, মানুষের উৎপত্তি মহাপ্লাবন ও আব্রাহামের আহ্বানের বিবরণ পাই।

'যাত্রা' মানে "কোন স্থান থেকে রওনা হওয়া।" ঈশ্বর কিভাবে তাঁর প্রজাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন, তাদের কিভাবে লোহিত সাগর পার করলেন, তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগালেন ইত্যাদির বিবরণ আমরা এখানে পাই। এ বইটি আসলে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ ও ইস্রায়েল জাতির আশ্চর্য উদ্ধারের বিবরণ লেখা আছে।

'লেবীয়' এই কথাটি 'লেবী' নামে ইস্রায়েলের যাজক বংশের নাম থেকে এসেছে। খ্রীষ্ট, যিনি সমগ্র জগতের জন্য নিজেকে পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করবেন, তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে যাজক ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'গণনা পুস্তকে' ইস্রায়েল জাতির লোকসংখ্যা গণনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইস্রায়েল জাতির সবে মাত্র জন্ম হয়েছে, আর তারা তাদের আদি পিতা আব্রাহামের দেশ অধিকার করতে যাচ্ছে। তাই এ সময়ে তাদের লোক সংখ্যা গণনা করা বিশেষ প্রায়োজনীয় ছিল।

'দ্বিতীয় বিবরণ' আসলে "দ্বিতীয় ব্যবস্থা বা আইন।" এই বইয়ে ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য আরও কিছু নির্দেশ, মোশির বিদায় ভাষণ, এবং তার মৃত্যুর পরে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন সেই যিহোশূয়ের উপর মোশির দায়িত্ব অর্পণের বিবরণ আমরা পাই।

মোশির পঞ্চ পুঁথিতে আমরা প্রায় ২,৫০০ বছর যাবৎ মানুষের সাথে ঈশ্বরের আচরণের বিবরণ পাই। এর মাধ্যমেই মানুষের উদ্ধার কাহিনীর ভিত্তি রচিত হয়েছে।

ইতিহাস

লক্ষ্য ৩ ঃ ইতিহাস বইগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সত্য চিহ্নিত করতে পারা।

মোট বারোটি ইতিহাস বইয়ে আমরা যিহুদী জাতির ইতিহাসের বিবরণ পাই। এই বইগুলিতে আমরা ব্যক্তি বিশেষ, এবং সমগ্র ইস্রায়েল জাতির সাথে ঈশ্বরের ব্যবহার জানতে পারি।

'যিহোশূয়' হলেন সেই বীর সেনাপতি, মোশির মৃত্যুর পরে যিনি হিব্রু জাতিকে নেতৃত্ব দেন ও তাদের নিয়ে কনান দেশ জয় করেন। যিহোশূয়ের বইটি এই বিজয় সম্পর্কে লেখা।

তবে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ও নগর যুদ্ধ করে ইস্রায়েলকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। প্রায় ৪০০ বছর যাবৎ কনান দেশে ইস্রায়েলের জয়-পরাজয়ের বিবরণ আমরা বিচার কর্তৃপক্ষের পুস্তকটিতে পাই। লোকেরা যখনই ঈশ্বরের পথে ফিরে এসেছে, তখনই ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করবার জন্য বিচার কর্তাদের উৎপন্ন করেছেন আর তখন তারা জয়লাভ করেছে।

রূতের বইটিতে আমরা মোয়াব দেশের এক উৎসর্গ প্রাণ মহিলার বিবরণ পাই, যিনি বিচার কর্তৃগণের সময়ে বাস করেছিলেন। ইনিই দায়ূদের প্রতিভাময়ী এবং প্রভু যীশুর পূর্ব পূরুষদের একজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শমূয়েল এই বই দুটির নাম সর্বশেষ বিচারকর্তা শামূয়েলের নাম অনুসারে হয়েছে। এছাড়াও তিনি একাধারে একজন যাজক, ভাববাদী, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য প্রস্তুত করবার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলী এবং **প্রথম ও দ্বিতীয় বংশাবলী** বইয়েও ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসই

বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিভাবে জাতি যিহুদা ও ইস্রায়েল এই দুই ভাগে বিভক্ত হল তার বর্ণনা দেওয়া আছে । বংশাবলীতে হিব্রু জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও দেওয়া হয়েছে ।

বাবিলে বন্দিদশা শেষ হলে পর ঈশ্বর হিব্রু জাতিকে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবার কাজে ইষ্রা নামে একজন যাজক এবং নহিমিয় নামে একজন রাজপুরুষকে ব্যবহার করেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া ঈশ্বর ইষ্রাকে বই লিখতে ও পুরাতন নিয়মের পবিত্র বইগুলি সংগ্রহ করে একত্রিত করতেও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি পবিত্র শাস্ত্রের অনুলিপি তৈরী করেছিলেন যার ফলে লোকেরা তা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিল।

বন্দি জীবন যাপনের সময় তাঁর লোকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর কিভাবে এক সুন্দরী যিহুদী মেয়েকে ব্যবহার করেছিলেন; তার বিবরণ আমরা ইষ্টের এর বইটিতে পাই।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ইতিহাস বইগুলি একত্রে বাইবেলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে । যিহোশূয়ের বইটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি এবং

ইষ্টের এর বইটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর একটি কাগজের টুকরা রাখুন। তারপর এর মাঝের প্রতিটি বই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন। সম্ভবতঃ কোন বন্ধু বই নির্বাচন করে, ও বইগুলি বের করতে কত সময় লাগল তা নিরুপণ করে দিয়ে অপনাকে এ কাজে সাহায্য করতে পারেন।

কাব্য বা গীত বই

লক্ষ্য ঃ ৪ প্রতিটি গীত পুস্তকের (গীত বইয়ের) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের অনেক পুস্তকেই কবিতার মত শাস্ত্রাংশ রয়েছে। কিন্তু মাত্র পাঁচটি বইকে গীত শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

ইয়োব পুস্তকটি এক ধার্মিক ব্যক্তির কষ্টভোগ ও শেষে তার বিশ্বাসে পুরস্কার লাভ সম্পর্কে একটি নাটকীয় কবিতা। এই বইটিকে বাইবেলের সবচেয়ে প্রাচীন বই বলে মনে করা হয়।

গীতসংহিতা বাইবেলের গান ও প্রার্থনার বই। এই কবিতাগুলি সংগ্রহ করে ইস্রায়েল জাতি সেগুলি তাদের উপাসনায় ব্যবহার করত। এই বইয়ের অধিকাংশ গীত দায়ূদ

এবং অন্যান্য নেতারা লিখেছিলেন, তবে কয়েকটি গীত আছে, যেগুলির লেখকদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

শলোমন, দায়ূদের পুত্রদের একজন এবং ইস্রায়েলের তৃতীয় রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সব যুগের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তি। যুবকদের সৎ ও সফল জীবন যাপন করতে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি **হিতোপদেশ** বইটিতে বিভিন্ন উপদেশ বাক্য লিখেছিলেন ও সংকলন করেছিলেন। এই বইটি "প্রজ্ঞার বইগুলির" একটি।

উপদেশক বইটিতে শলোমন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যে জীবন তা একেবারেই অসার। আমোদ-প্রমোদ, ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি এবং ক্ষমতা জীবনে তৃপ্তি দিতে পারে না। ঈশ্বরের সেবা করবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

'পরম গীত' গীতি নাট্যের মতই একটা নাটকীয় গান বিশেষ। এতে বর-কণের প্রেম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা চিত্রিত হয়েছে।

লিখন-প্রণালী, এবং গঠন এই উভয় বিচারেই হিব্রু কাব্য অন্যান্য কাব্য থেকে আলাদা এবং এই কাব্যেরও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আমাদেরকে বিশেষ কোন পরিচিত

আদর্শের অনুসরণ করতে হয় না। তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের হৃদয় কিরূপ বিচলিত হয়েছিল এবং লোকেরা তাঁর প্রতি কিরূপ সাড়া দিয়েছিল এই কাব্যের মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই।

বিশেষ ভাববাণী বই

লক্ষ্য ৫ ঃ বিশেষ ভাববাণী বইগুলির প্রতিটির সাধারণ প্রসঙ্গ চিহ্নিত করতে পারা।

ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইতেন তখন তিনি সাধারণতঃ ভাববাদী নামে পরিচিত তাঁর মনোনীত লোকদের ব্যবহার করতেন। এই ভাববাদীরা মুখে অথবা লিখিতভাবে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতেন।

এই শ্রেণীভুক্ত বইগুলিকে বিশেষ ভাববাণী পুস্তক বলা হয়, কারণ এই বইগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, এই ভাববাদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ ঈশ্বরের কাজ করেছিলেন, আর এদের প্রভাবও ছিল খুব বেশী।

যিশাইয় একাধারে ইস্রায়েলের একজন রাজ পুরুষ এবং একজন মহান ভাববাদী ছিলেন। বাবিল যখন তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিল যিশাইয় সেই সময়কালীন লোক ছিলেন। তিনি

হিব্রু জাতির বন্দি হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আর একটি আশার বার্তাও তিনি তাদের দিয়েছিলেন। যীশুর জন্মের সাত শত বছর আগে যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে, আমাদের পাপের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, এবং মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করবেন।

যিরমিয় ভাববাদীও বাবিলে বন্দি হওয়ার বিষয় লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ৭০ বছর বন্দি জীবন যাপনের পরে তারা নিজ দেশে ফিরে আসবে। কোরস রাজা যিহুদীদের মুক্তি সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়েছিলেন ঠিক যিরমিয়ের ভাববাণীর মতই হয়েছিল (যিরমিয় ২৫ ঃ ১১)।

যিরুশালেম ধ্বংসের সময়ে যিরমিয় অনেক ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। তিনি বিলাপ নামে পরিচিত বইটিতে পাঁচটি বিষাদময় কবিতার মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন।

যিহিষ্কেল ছিলেন নির্বাসন কালের প্রধান ভাববাদীদের একজন। যিহুদীদের বাবিলে ৭০ বছরের বন্দি জীবনে তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিলেন।

দানিয়েল ছিলেন একজন বন্দি ইব্রীয় (হিব্রু) রাজপুরুষ,

পরে যিনি বাবিলের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান পতন সম্পর্কে তার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের অবাক করে। এইসব ভাববাণীর অনেকগুলি ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে, আর কতকগুলি এখন আমাদের জীবনকালে পূর্ণ হচ্ছে।

সাধারণ ভাববাণী বই

লক্ষ্য ৬ ঃ সাধারণ ভাববাদীদের প্রত্যেকের একটি করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলতে পারা।

সাধারণ ভাববাদীদের ১২টি বই একত্রে মিলিয়ে যিশাইয় ভাববাদীর বইটির সমানও হবে না। কিন্তু তাহলেও এই লোকেরা ঈশ্বরকে ভালবাসতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন অথবা শত্রু ভাবাপন্ন লোকদের কাছে নির্ভিকভাবে ঈশ্বরের বার্তা বলেছেন। এদের মধ্যে প্রথম নয়জন ভাববাদী নির্বাসনের আগের এবং অন্যেরা নির্বাসন থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পরবর্তী সময়ের ভাববাদী ছিলেন। প্রতিটি বইয়ের নামই এর লেখকের নামে পরিচিত।

হোশেয় বলেছেন যে তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এমন একজন স্বামীর মত যে তার অবিশ্বস্ত স্ত্রীকেও

ভালবাসে। হোশেয় তার নিজের অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে ক্ষমা করবার দ্বারা এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

যোয়েল পবিত্র আত্মমার বর্ষণ সম্বন্ধে ভাববাণী বলেছিলেন, যা পঞ্চাশওমীর দিনে পূর্ণ হয়েছিল, এবং বর্তমান কালেও আত্মিক জাগরণের মধ্যে তা পূর্ণ হচ্ছে ।

আমোষ একজন মেষ পালক ছিলেন । ঈশ্বর তাকে সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য ইস্রায়েল রাজ্যের রাজধানীতে পাঠিয়েছিলেন। পাপের জন্য তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসবে সে বিষয়ে তিনি তাদের সাবধান করেছিলেন।

ওবদিয় ইদোমের উপর যে শাস্তি নেমে আসবে সেই বিষয়ে ভাববাণী বলেছিলেন। ওবদিয় পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে ছোট বই। এই ভাববাদীর সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই জানি।

যোনা কে ঈশ্বর একজন বার্তা বাহক (মিশনারী) হিসাবে নীনবীতে পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু যোনা অবাধ্য হয়ে জাহাজে চড়ে আর এক দেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন । বিরাটকার একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেললে তিনি মন

পরিবর্তন করেন ও ফলে রক্ষা পান। এরপর তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হন।

মীখা ছিলেন যিশাইয় ও হোশেয় ভাববাদীর সমসাময়িক। তিনি হিব্রু জাতির ধ্বংসের বিষয়ে ভাববাণী বলেছিলেন, তবে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণীও বলেছিলেন। মীখা ৫ ঃ ২ পদে তিনি ত্রাণকর্তার বিষয় বলেছেন, এমন কি যে গ্রামে যীশুর জন্ম হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

নহূম ভাববাদী নীনবীর ধ্বংসের বিষয় ভাববাণী বলেছেন। যোনার প্রচারের ফলে এই নগরের লোকেরা মন ফিরিয়েছিল,

কিন্তু পরে আবার তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই ঈশ্বর বললেন তিনি এই নগর ধ্বংস করবেন।

হবককূক ও সফনিয় ভাববাদী লোকদের সতর্ক করেছিলেন যে, যদি পাপ থেকে না ফেরে তাহলে তারা পরাজিত হবে ও বন্দি হয়ে বিদেশে নির্বাসিত হবে। কিন্তু লোকেরা তাদের পাপাচার থেকে ফেরেনি, ফলে পরাজিত ও বন্দি হয়ে বাবিলে নির্বাসিত হয়েছিল।

নির্বাসন শেষে বাবিলে থেকে প্যালেষ্টাইনে ফিরে আসার পর ঈশ্বর **হগয় ও সখরিয়** ভাববাদীর সাহায্যে মন্দির পুনঃ নির্মাণের কাজে লোকদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

মালাখী পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে তিনি ঈশ্বরের বার্তা বলেছিলেন। মালাখী ৩ ঃ ৮-১২ পদে আমরা দশমাংশ সম্বন্ধে তার বার্তা পাঠ করে থাকি।

পুরাতন নিয়ম বা চুক্তির অধীনে তাঁর লোকদের সাথে ঈশ্বরের আচরণের বিবরণ এখানে শেষ হয়েছে। এরপর তারা যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর নতুন নিয়ম বা চুক্তির অপেক্ষা করতে থাকে।

নূতন নিয়মের বইগুলি

নূতন নিয়ম যখন লেখা হচ্ছিল তখন পুরাতন নিয়মের সময়কার অবস্থা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। তখন আর ভাববাদীদের দিন ছিল না, অনেক লোকই আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ জাতিদের মত যিহূদী জাতিও তখন রোমান শাসনের অধীন। যিহুদীদের জন্য এটা একটা কষ্টকর সময় ছিল, আর তারাও স্বাধীনতা লাভে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তবুও এই বিদেশী প্রভাবের ফলে কিছুটা উপকারও হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথগুলি যাতে নিরাপদ থাকে সেজন্য এক শক্তিশালী রোমান সেনাবাহিনী সেদিকে সদা সর্তক দৃষ্টি রাখত। আর যাতায়াতের সুব্যবস্থার ফলে গ্রীক সংস্কৃতি এবং সংগীত ও শিল্প-চর্চা সারা রোমে সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঈশ্বর যে এই বিশেষ সময়ে তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, তা দৈবক্রমে হয়নি। তখন গ্রীক ভাষা অধিকাংশ লোকে বুঝত বলে তা সুসমাচার বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর রোমীয়দের শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মীয়

ব্যাপারে তাদের উদারতা সুসমাচার প্রচারের পথ সহজ করেছিল।

নূতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের জীবন কাহিনী ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম দিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর বইগুলিতে সকল বিশ্বাসীদের জন্যই শিক্ষা ও প্রতিশ্রুতি আছে, এতে আছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাববাণী এবং খ্রীষ্টের সাথে অনন্তজীবন লাভের আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশার বিবরণ। আমার বিশ্বাস, এই বইগুলি সম্বন্ধে জানার পর সরাসরি এদের সম্বন্ধে সত্য জানবার জন্য আপনার মনে এই বইগুলি পড়বার ইচ্ছা জাগবে।

ভাববাণী

ইতিহাস

সুসমাচার

পত্রাবলী

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

নূতন নিয়মের বইগুলির শ্রেণী বিভাগ।

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

- নূতন নিয়মের সম্বন্ধে এবং তারা কি লিখছেন তা জানতে পারবেন।

০ বুঝতে পারবেন যে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাই হচ্ছে নূতন নিয়মের মূল বা প্রধান বিষয়।

নূতন নিয়মের বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

লক্ষ্য ১ : নূতন নিয়মের বইগুলির প্রধান শ্রেণী বিভাগগুলি উল্লেখ করতে পারা।

চতুর্থ পাঠে আমরা জেনেছি যে পুরাতন নিয়মের বইগুলির পাঁচটি প্রধান শ্রেণী আছে। নূতন নিয়মের বইগুলিকেও পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের মতই একটা হাতের ছবির সাহায্যে সহজেই এই শ্রেণগুলি মনে রাখা যায়।

নূতন নিয়মে মোট ২৭টি বই আছে । নীচে ছকের সাহায্যে এদের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি দেখানো হয়েছে ঃ

সুসমাচার (সুখবর)
মথি লিখিত সুসমাচার
মার্ক " "
লূক " "
যোহন " "

ইতিহাস
প্রেরিতদের
কার্যবিবরণ

সাধারণ পত্রাবলী
যাকোব
১ ও ২ পিতর
১, ও ২ ৩ যোহন
যিহুদা

প্রেরিত পৌলের পত্রাবলী
রোমীয়
১ ২ ও করিন্থীয়
গালাতীয়
ইফিষীয়
ফিলিপীয়
কলসীয়
১ ও ২ থিষলনীকীয়
১ ও ২ তীমথিয়
তীত
ফিলীমন
ইব্রীয়

ভাববাণী
প্রকাশিত
বাক্য

শ্রেণী বিভাগগুলির ব্যাখ্যা

সুসমাচার (সুখবর)

লক্ষ্য ২ঃ প্রতিটি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের উপর যে ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা সনাক্ত করতে পারা।

মথি, মার্ক, লূক ও যোহন তাদের নাম বহনকারী সুসমাচার গুলিতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। কখনও কখনও এই লেখকদের "চার সুসমাচার প্রচারক" বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

মথি যীশুকে রাজা বা মশীহ্‌রূপে তুলে ধরেছেন। মশীহের (যিহূদীরা তাদের প্রত্যাশিত রাজা বা উদ্ধারকর্তাকে এই নাম দিয়েছিল) সম্বন্ধে পুরাতন নিয়মের ভাববাণী উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রভু যীশুর মাধ্যমে সেই সব ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে।

মার্ক লিখেছিলেন রোমীয়দের জন্য, যাদের অধিকাংশই পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। যীশু ঈশ্বরের দাস

রূপে জগতে এসেছিলেন, এটা দেখানোর জন্য তিনি তার সুখবরে নানা পরাক্রম কাজের বর্ণনা করেছেন।

লূক ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি তার এক গ্রীক বন্ধুর জন্য এই সুখবর লিখেছিলেন। যীশু যে পূর্ণ মানব, তার উপরই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁকে মনুষ্য পুত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যোহন দেখিয়েছেন যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করে তারা অনন্ত জীবন পায়।

প্রথম তিনটি সুসমাচারকে অনেক সময় "সংক্ষিপ্ত বা সার সুসমাচার-ত্রয়" বলা হয়। কারণ এগুলির মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের সারমর্ম বা পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। এই তিনটি সুসমাচারে বর্ণিত ঘটনাবলী অনেকাংশে একই রূপ। কিন্তু যোহন যীশুর ইতিহাসের চেয়ে বরং তাঁর বচন ও শিক্ষার উপরই অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইতিহাস

লক্ষ্য ৩ঃ প্রেরিতদের কার্য-বিবরণীর মূল বার্তাটি বলতে পারা।

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে চলে যাওয়ার পর কিভাবে পবিত্র আত্মাকে পাঠালেন ও পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তা

বলবার জন্যই লূক "প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ" বইটি লিখেছিলেন।

'প্রেরিত' মানে "যাকে পাঠানো হয়েছে।" আমাদের প্রভু যীশু "যাদের জগতে পাঠিয়েছিলেন" তারা কিভাবে জগতের কাছে সুসমাচার বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তারই বিবরণ আমরা প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইটিতে পাই।

প্রেরিত পৌল হচ্ছেন এই বইটির একটি প্রধান চরিত্র। তাকে পর জাতীয়, অর্থাৎ যিহূদী ছাড়া আর সব জাতির কাছে সুসমাচার বাক্য প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কোন কোন প্রচার অভিযানে লূক তার সাথে ছিলেন এবং তিনি এই ঘটনা বহুল অভিযানগুলির জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কিভাবে পবিত্র আত্মা বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্ট-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য পৌলকে ব্যবহার, করছিলেন, লূক তা বর্ণনা করেছেন।

প্রেরিত বইটির মূল বচন হচ্ছে ১ ঃ ৮ পদ। এই পদটি প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের মনে গেঁথে রাখা উচিৎ।

পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরুশালেম, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে। (প্রেরিত ১ঃ৮)।

পৌলের পত্রাবলী

লক্ষ্য ঃ পত্র কথাটির মানে এবং পত্রাবলী কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণগুলির সনাক্ত করতে পারা।

পত্র মানে চিঠি এবং পত্রাবলী এর বহুবচন। প্রেরিত পৌল তেরো বা চৌদ্দটি চিঠি লিখেছিলেন। 'ইব্রীয়' বইটিতে লেখকের নাম না থাকায় তাই এটা পৌল লিখেছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে পৌলই ঐটির লেখক। তাই এই বইটি আমরা পৌলের পত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি।

রোমীয়	১ ও ২ থিসলনীকীয়
১ ও ২ করিন্থীয়	১ ও ২ তীমথিয়
গালাতীয়	তীত
ইফিষীয়	ফিলীমন
ফিলিপীয়	ইব্রীয়
কলসীয়	

তখনকার দিনে কোন ছাপাখানা ছিল না বলে চিঠিগুলি এক মণ্ডলী থেকে আর এক মণ্ডলীতে পাঠানো হত। খুব সম্ভবতঃ

মণ্ডলীতে রাখবার ও পাঠ করবার জন্য প্রতিটি স্থানে মণ্ডলীর সভ্যগণ এগুলির অনুলিপি তৈরী রাখতেন।

রোমীয় বইটিতে পরিত্রাণের এক সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এইজন্য এই বইটিকে "খ্রীষ্টিয় মতবাদের প্রধান উৎস" বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হওয়াই এর মূল প্রসঙ্গ।

প্রেরিত পৌল করিন্থে তারই প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর উদ্দেশ্যে ১ ও ২ করিন্থীয় — এই চিঠি দুখানি লিখেছিলেন। মণ্ডলীতে আচরণ ও মতবাদ সংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে এই চিঠি লেখা হয়েছিল।

এর পরের চিঠি গালাতীয়, যার মূল প্রসঙ্গ রোমীয় বইটির মত একই রূপ, অর্থাৎ বিশ্বাসে ধার্মিক গণিত হওয়া। কেউই ভাল কাজ করে নিজের পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে না, কিন্তু কেবলমাত্র যীশুখ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ হয়— এই-ই হচ্ছে বইটির প্রধান বিষয়।

পৌলকে যখন সুসমাচার প্রচার করবার জন্য জেলখানায় আটক করা হয়েছিল তখন তিনি কারাগারের বন্দি জীবনে ইফিষীয়, ফিলিপীয় ও কলসীয় এই চিঠিগুলি

লিখেছিলেন। এগুলি 'জেলখানা থেকে লেখা চিঠি' নামে পরিচিত। তিনি আদর্শ খ্রীষ্টিয় জীবন সম্পর্কে এগুলি লিখেছিলেন।

প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে ফিরে আসবার ঠিক আগে কি কি ঘটনা ঘটবে **থিষলনীকীয়দের** কাছে লেখা উভয় চিঠিতে আমরা তারই বিবরণ পাই। ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৮ পদে আপনি তাঁর এই পুনরাগমনের বিষয় পাবেন।

প্রেরিত পৌলের চারটি চিঠি ব্যক্তি বিশেষের কাছে লেখা হয়েছিল। **তীমথিয়ের** কাছে লেখা দুটি চিঠি এবং তীতের কাছে লেখা একটি চিঠি পালকদের জন্য বিশেষ উপকারী। খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দেওয়ার ঠিক আগে তিনি তীমথীয়কে তার শেষ চিঠিটি লিখেছিলেন ও তাকে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২ তীমথীয় ৪ঃ৫-৮ পদ পড়ুন।

ওনীষিম ছিল ফিলীমনের ক্রীতদাস। সে ফিলীমনের বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, পরে জেলখানায় থাকাকালে পৌলের প্রাচারের ফলে সে পরিত্রাণ পেয়েছিল। প্রেরিত পৌল **ফিলিমনকে** লিখেছেন যেন সে ওনীষিমকে ক্ষমা করে ও খ্রীষ্ট যীশুকে একজন ভাই হিসাবে তাকে গ্রহণ করে।

ইব্রীয় বইটির মূল কথা হচ্ছে "আরও ভাল"। হিব্রু (বা ইব্রীয়) খ্রীষ্টানদের কাছে লেখা এই চিঠিতে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নতুন নিয়মটি পুরানোটির চেয়ে আরও ভাল। ইব্রীয় বইটি আমাদের দেখায় যে ব্যবস্থার বা পুরাতন নিয়মের ধর্মানুষ্ঠান ও বলি উৎসর্গ ছিল প্রভু যীশুরই, যিনি আমাদের মহাযাজক হয়েছেন এবং আমাদের পাপের জন্য শ্রেষ্ঠ বলি-স্বরূপ হয়েছেন।

সাধারণ পত্রাবলী

লক্ষ্য ৫ঃ সাধারণ পত্রাবলীর প্রত্যেক লেখকের প্রধান শিক্ষাটি উল্লেখ করতে পারা।

পৌলের পত্রাবলী যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তাদের নাম অনুসারেই সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ পত্রাবলীর নামকরণ লেখকদের নাম অনুসারেই করা হয়েছে।

যাকোবের বইটি যিনি লিখেছেন,তিনি ছিলেন যিরুশালেম মণ্ডলীর পালক, এবং সম্ভবতঃ প্রভু যীশুর ভাই। যোহনের ভাই যাকোবকে আগেই বধ করা হয়েছিল।

যাকোব এই শিক্ষা দিয়েছেন যে খ্রীষ্টের উপর জীবন্ত

বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ভাল কাজ উৎপন্ন করবে। আমাদের কাজ আমাদের উদ্ধার করে না, কিন্তু আমরা যদি উদ্ধার পাই তাহলে আমরা আমাদের সাধ্যমত ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের সেবা করব।

কষ্ট ভোগকারী খ্রীষ্টিয়ানদের উৎসাহ দিয়ে **পিতর** যে চিঠিগুলি লিখেছেন তা তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভু একদিন ফিরে আসবেন ও তাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার দেবেন।

যীশুর প্রিয় শিষ্য **যোহন** বারোজন শিষ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বছর জীবিত ছিলেন। তিনি তার নাম বহনকারী একটি সুসমাচার ও তিনটি চিঠি লিখেছেন। তার লেখার সর্বত্রই রয়েছে ঈশ্বরের ভালবাসার কথা, যা আমাদের পরস্পরকে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

প্রকাশিত বাক্য বইটিও তিনি লিখেছেন। এই বইয়ে যীশু খ্রীষ্টকে রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

যিহূদা নূতন নিয়মের সর্বশেষ চিঠি। এই চিঠিটা যাকোবের এক ভাই লিখেছেন, যিনি সম্ভবতঃ যীশুরও ভাই ছিলেন। তিনি ভুল শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে প্রভু যীশু জগতের বিচার করবার জন্য আসছেন।

ভাববাণী ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ প্রকাশিত বাক্য বইটির কিছু কিছু বিষয় এবং এই বইটির গুরুত্ব সনাক্ত করতে পারা।

প্রকাশিত বাক্য বইটিকে গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ বা দিব্য প্রকাশও বলা হয়, কারণ এই বইটিতে ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এর প্রতীকী দর্শনগুলি পুরাতন নিয়মের দানিয়েল ভাববাদীর দর্শনগুলির মত। তখন যোহন একজন বৃদ্ধ লোক, এবং তিনি পাটমো দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। এই নিঃসঙ্গ জীবনেই তিনি এই জগতের শেষকাল, স্বর্গ ও ঈশ্বরের রাজ্যের আগমণ সম্বন্ধে দর্শন পেয়েছিলেন।

যীশু যখন এই পৃথিবীতে তাঁর কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করেন। তখন যোহন যীশুকে দেখেছেন ও জেনেছেন, কিন্তু তিনি আবার যীশুকে মহা পরাক্রমশালী বিজয়ীরূপে দেখলেন। তিনি তাঁকে এমন এক ব্যক্তিরূপে দেখলেন যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী (প্রকাশিত ১ ঃ ১৮)।

যীশুর সম্বন্ধে এই দর্শন যেমন যোহনের জন্য পাটমো দ্বীপকে স্বর্গের প্রবেশ-দ্বারে পরিণত করেছিল, তেমনি তা পড়ে আজ আমরা অন্ধকারে আলো, দুঃখে আনন্দ ও হতাশাপূর্ণ পৃথিবীতে আশার সন্ধান পেতে পারি।

বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য তা কিরূপে বুঝব ?

আগে হোক আর পরেই হোক প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান একটি প্রশ্নের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকেন—আর তো হলো "তুমি কিরূপে জান যে বাইবেল সত্য ?"

এটা কোন নতুন প্রশ্ন নয়। মানব জাতির জীবনে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সন্দেহ করা নিয়ে। সাপের বেশধারী দিয়াবল হবাকে বলেছিল, "ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন.....?" (আদি ৩ ঃ ১ পদ দেখুন।) দিয়াবল আজও আমাদের মনে সেই একই সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে চায়। "ঈশ্বর কি সত্য এই কথা বলেছেন ?"

ঈশ্বরের বাক্যই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। প্রান্তরে যীশু যখন পরীক্ষিত হয়েছিলেন তখন এই ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যেই তিনি শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন। যারা ভয় ও সন্দেহের মধ্যে দিন'কাটাচ্ছে তাদের সাহায্য করবার

জন্য আমরা ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করি। সঠিক পথ জানবার জন্য যারা আমাদের কাছে আসে, ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যেই আমরা তাদের পথ বলে দেই। "বিশ্বাসী হিসাবে তোমাদের আশা-ভরসা সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে তাকে উত্তর দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থেকো। কিন্তু এই উত্তর ... ...নম্রতা ও ভক্তির সঙ্গে দিও" (১ পিতর ৩ঃ ১৫-১৬ পদ)।

আগের দু'টি পাঠে আমরা বাইবেলের বইগুলির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি। বাইবেলকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি কেন, এখন এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করি।

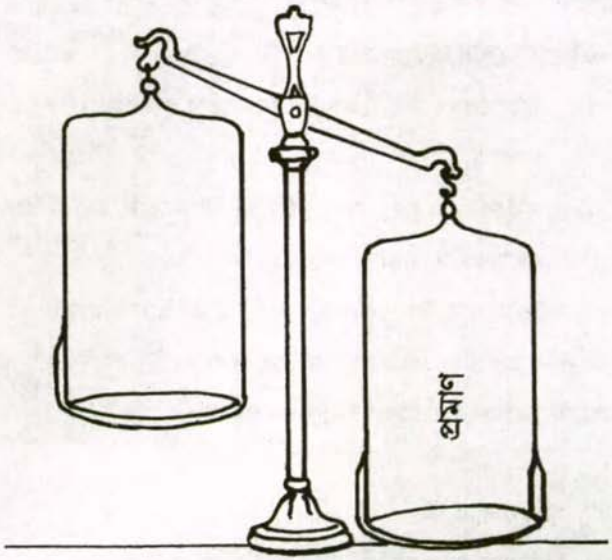

এই পাঠে আপনি পড়বেন ঃ

শাস্ত্রের বিভিন্ন ফল বা প্রভাব।
বিভিন্নতা এবং একতা।
শাস্ত্র-লিপির নির্ভুলতা।
শাস্ত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কার।
শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ ।
শাস্ত্রের লেখক ।
ভাববাণীর পূর্ণতা ।
অবিকৃতভাবে বাইবেলের অস্তিত্ব রক্ষা ।

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি...

- বাইবেল যে সত্যই ঈশ্বরের বাক্য তার কারণগুলি বলতে পারবেন।
- বাইবেল যে সত্য, আর এই সত্য আপনার নিজের জীবনে প্রযোজ্য, তা বুঝতে পারেন।

বাইবেল যে ঈশ্বরের সত্য বাক্য তার অনেক প্রমাণ বা নিদর্শন আছে। আমরা এখানে এর নয়টি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এইগুলি নীচে দেওয়া হল ঃ

ফলাফল
বিভিন্নতা এবং একতা
নির্ভুলতা
আবিষ্কার
উৎকর্ষ
লেখক
ভাববাণীর পূর্ণতা
সাম্ভব্যতার পরীক্ষা
অস্তিত্ব রক্ষা

বাইবেলের বিভিন্ন ফল বা প্রভাব ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বাইবেলের যে প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ হয়েছে তা এটাই প্রমাণ করে যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য—এই বিষয়টি জেনে নেওয়া।

বাইবেলে যে সব অলৌকিক কাজ সাধন হয়েছে তার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, বাইবেল ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। বাইবেলের প্রতিশ্রুতিগুলির পূর্ণতা প্রমাণ করে যে এগুলি সত্য বিশ্বাসযোগ্য।

ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে অলৌকিকভাবে সুস্থ হওয়া, নেশা ও মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি লাভ, মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এবং প্রার্থনার অগণিত উত্তর, ইত্যাদি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই বাইবেলে এই সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

একবার এক নাস্তিক (যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না) একজন প্রচারককে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিল। একটি শর্তের ভিত্তিতে তিনি এতে রাজী হন। শর্তটি ছিল তিনি এমন একশত লোককে হাজির করবেন যারা খ্রীষ্ট ধর্ম কিভাবে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে তার সাক্ষ্য দেবে। অনুরূপ

ভাবে নাস্তিক ব্যক্তিকে একশত লোককে হাজির করতে হবে যাদেরকে নাস্তিকবাদ কিভাবে তাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, তার সাক্ষ্য দিতে হবে। বলা বাহুল্য কোন বিতর্কই অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ সেই নাস্তিক তার শর্ত পূরণ করতে পারেনি।

ঈশ্বর বাইবেলের মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনেন, ব্যক্তি, পরিবার, এমন কি জাতির নৈতিক জীবনের মান উন্নত করেন।

বিভিন্নতা এবং একতা

লক্ষ্য ২ঃ বিভিন্নতা এবং একতা এই কথা দুটি কিভাবে পবিত্র বাইবেলের উপর প্রযোজ্য হয় বলতে পারা।

বিভিন্ন শ্রেণীর চল্লিশজন লোক বাইবেল লিখছেন—এই চিত্রটি মনে মনে কল্পনা করুন। এদের মধ্যে রয়েছেন আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত, জেলে, রাজা, কৃষক, কবি, সৈনিক, ব্যবসায়ী, মেষ পালক—প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক। তারা প্রায় ১,৬০০ বছর ব্যাপী সময়ে এই বইগুলি লিখেছিলেন। মোশি যীশুর জন্মের ১৫০০ বছর পূর্বে তার ব্যবস্থার (আইনের) বইগুলি লিখেছিলেন, আর যোহন তার প্রকাশিত বাক্য বইটি

লিখেছেন যীশুর জন্মের ১০০ বছর পরে। বিভিন্ন স্তর ও রুচির লেখকরা বিভিন্ন বই লিখেছিলেন। এর ফলে, তাদের বইগুলির মধ্যে একতা ও মিল না থাকবারই কথা ।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল বাইবেলের বইগুলির মধ্যে একতা ও মিল রয়েছে। বিভিন্ন লেখকের লেখার মধ্যে একতা ও শিক্ষার মিল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তারা সবাই একই উৎস, অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েই বাইবেলের বইগুলি লিখেছিলেন।

শাস্ত্র-লিপির নির্ভুলতা

লক্ষ্য ৩ঃ পবিত্র বাইবেল যে নির্ভুল তার দুটি প্রমাণ দিতে পারা।

বাইবেল নির্ভুল, বা সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত । এর মানে ইতিহাসের দিক থেকে এর ঘটনাবলী, লোকজন, উল্লিখিত স্থান সমূহ, বংশাবলী, সামাজিক রীতি-নীতি এবং রাজনৈতিক বিবরণ সবই সত্য ও নির্ভুল।

মানুষের জ্ঞান বাড়বার সাথে সাথে সে তার ভুল ধারণাগুলি পরিত্যাগ করে । সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়েরও পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু বাইবেলের

কখনও কোন পরিবর্তন করা আবশ্যক হয় না। বাইবেলের লেখকরাও তাদের সময়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলির সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের পরিচালনার ফলে এদের কোন ভুলই বাইবেলে স্থান পায়নি। ঈশ্বরই বাইবেলকে সব রকম ভুল থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। বাইবেলের শিক্ষা আজও আমাদের জীবনে সমান প্রযোজ্য।

ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি কখনও একইরূপ চিন্তা করে না, কিন্তু বাইবেলের লেখকরা যখন একই প্রসঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন ধাপগুলি লিখেছেন তখন ঈশ্বর তাদের পরিচালনা দিয়েছিলেন যেন কোন প্রকার পরস্পর-বিরোধী বিবরণ লেখা না হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস লেখকরা ইচ্ছা করেই তাদের নেতা কিম্বা জাতির দোষগুলি চেপে যেতে পারেন। কিন্তু বাইবেল পক্ষপাত শূন্য ও নির্ভুল, তাতে সমস্ত বিবরণ অবিকলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।বাইবেলে লোকদের ধার্মিকতার বিবরণই দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাদের পাপ ও ব্যর্থতার বিবরণও দেওয়া হয়েছে। এসব লেখা হয়েছে যেন আমরা অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করতে পারি। বাইবেলে কোন কিছু গোপন করবার চেষ্টা করা হয়নি বলে এর নির্ভুলতা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শাস্ত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কার

লক্ষ্য ঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতরা কিভাবে বাইবেলের নির্ভুলতা প্রমাণ করছেন তা সনাক্ত করতে পারা।

প্রত্নতত্ব বা পুরাতত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা যা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই বিজ্ঞান এমন সব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পুরাকীর্তি আবিস্কার করেছে যা প্রমাণ করে যে বাইবেলের বিবরণ সত্য।

উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেলের সমালোচকরা যিশাইয় ২০ ঃ ১ পদে উল্লিখিত সরগনকে রূপ কথার উপাখ্যান বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৩ সালে এক ফরাশী প্রত্নতত্ববিদ্ সরগন রাজার রাজ প্রাসাদ আবিস্কার করেছেন। যিশাইয় ২০ ঃ ১ পদে সরগনের দ্বারা পলেষ্টীয় নগর অস্‌দোদ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সরগনের রাজ প্রাসাদের একটি দেওয়ালে এই কাহিনীর ছবি পাওয়া গেছে।

বাইবেলের ঐতিহাসিক বিবরণ পড়ে এর সমালোচকদের আর হাসবার সুযোগ নাই, কারণ এদের অনেকগুলিই বহু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভাষাতত্ব হচ্ছে ভাষা সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞান। ব্যবহৃত শব্দ ও তাদের উচ্চারণ ভঙ্গি থেকে এই বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা কোন বিষয় কখন লেখা হয়েছিল তা বলে দিতে পারেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে ভাষাতত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ করেছেন যে বাইবেলের ভাববাণীগুলি প্রকৃত ঘটনা ঘটবার অনেক আগে লেখা হয়েছিল। মরু সাগরের গুটানো পাণ্ডুলিপি (Dead Sea Scrolls) থেকে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে হিব্রু জাতির বন্দি দশার আগেই লেখা হয়েছিল।

অন্যান্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকেও বাইবেলের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। যিহুদী জাতিকে যে স্বাস্থ্য বিধি দেওয়া হয়েছিল তা ছিল নির্ভুল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতে যদি আরও আবিষ্কারের দ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণিত হয় তাতে বিশ্বাসীরা মোটেই আশ্চর্য হবেন না। কারণ বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, এর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যারা সন্দেহ প্রবণ, তাদের কাছে এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।

শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ

লক্ষ্য ৫ ঃ শাস্ত্রের উৎকর্ষের উদাহরণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

যে বই সর্বজ্ঞানী, পবিত্র, ও প্রেমময় ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত নৈতিক শিক্ষার বিচারে তা যে অন্যান্য সব বই থেকে শ্রেষ্ঠ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর বাইবেল তাই বটে।

বাইবেলের গল্পগুলি এমন সহজ সরলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে শিশুরা তা পড়ে আনন্দ পায়। আবার এর সত্যগুলি এতই গভীর যে বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আপনি যদি একশো বারও বাইবেল পড়েন তবু প্রতিবারই এমন নতুন কিছু পাবেনই যা এর আগের বারে আপনি দেখেননি। ঈশ্বর তাঁর বইটির মাধ্যমে আপনার সাথে কথা চালিয়ে যান।

মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আইন বা বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, তা তখনকার সময়ে প্রচলিত যে কোন আইন থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। পরবর্তীকালে অনেক দেশ মোশির এই

সুপ্রাচীন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তাদের সংবিধান রচনা করেছিল।

বাইবেলের সাহিত্যগত উৎকর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন। এর হিতোপদেশের শিক্ষামালা, গীতসংহিতার উচ্চাঙ্গ গান এবং এর ইতিহাসের সততার জন্য আজও তা লোকদের কাছে সমাদৃত ও উত্তম সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত।

বাইবেলের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের দ্বারা উৎপন্ন যে কোন বিষয় থেকে এতই বেশী যে আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি যে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

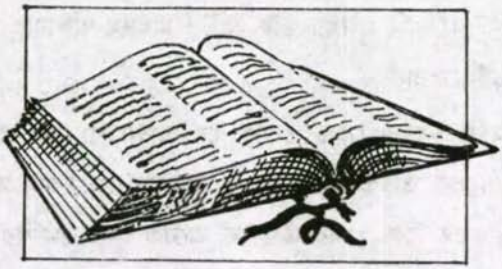

বাইবেলের লেখক

লক্ষ্য ৬ ঃ ঈশ্বরই যে বাইবেলের প্রকৃত লেখক সে সম্বন্ধে বাইবেল থেকে এর প্রমাণ সনাক্ত করতে পারা।

কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য বইয়ে যদি এর লেখকের নাম দেওয়া থাকে, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে তিনিই এর লেখক। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরই এর প্রকৃত লেখক, আর কিভাবে তিনি বাইবেল দিয়েছিলেন তাও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ তীমতিয় ৩ ঃ ১৬ পদে লেখা আছে, "পবিত্র শাস্ত্রে প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনাদান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।"

ভাববাণীর পূর্ণতা

লক্ষ্য ৭ ঃ ভাববাণীগুলি কিভাবে দেওয়া হয়েছিল তার একটি পথ এবং সেগুলি সত্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কিনা তা নির্ণয়ের শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের ভাববাদীরা বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান পতন,

যিরুশালেমের ধ্বংস ও পুনঃনির্মাণ এবং অন্যান্য ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী চলমান ছবির মতই দেখতে পেয়েছিলেন, এবং তার বর্ণনাও করেছেন। তারা এই যে সব বিষয় দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন তা ছিল ভাববাণী অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে তার বর্ণনা। ভাববাণীগুলির পরিপূর্ণতাই প্রমাণ করে যে সেগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট।

ভাববাণী যে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট, এর পূর্ণতাই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। বাইবেলের ভাববাদীরা ছিলেন উৎসর্গ প্রাণ লেখক। ভবিষ্যৎ বলবার জন্য তারা কখনও টাকা-পয়সা নিতেন না। লোকদের উদ্দেশ্যে তারা যেসব ভাববাণী বলেছেন সেগুলির অধিকাংশই ছিল পাপ পথে চলবার শাস্তির বিষয়ে সতর্কীকরণ। তবে এমন প্রতিশ্রুতির কথাও তারা বলেছেন যে লোকেরা যদি ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসে তবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না। তাদের এই ভাববাণীগুলি সত্য হয়েছিল।

বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য ভাববাণীগুলি তারই প্রমাণ। কারণ সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তাছাড়া সেগুলি সর্বদাই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবার ও তাঁর সাথে এক ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার আহ্বান জানিয়েছে।

সম্ভাব্যতার পরীক্ষা

লক্ষ্য ৮ ঃ বাইবেল ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট (বা অনুপ্রাণিত) বলে বিশ্বাস করবার কারণগুলি সনাক্ত করতে পারা।

কোন কাজ কে করেছে তা জানবার একটা উপায় হল সব সম্ভাবনাগুলি পরীক্ষা করে যাদের সম্ভাবনা কম তাদের বাদ দেওয়া। বাইবেলের লেখক কে হতে পারেন তার তিনটি সম্ভাবনা আছে।

১। ভাল, মন্দ, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চক লোকেরা তাদের নিজেদের ধারণা ও মতামত লিখেছেন।

২। শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরা।

৩। ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরা।

বাইবেলের লেখকরা বলেন যে তারা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই লিখেছেন। সৎ ও সাধু লোকেরা একথা বলতেন না যদি তারা জানতেন যে তা সত্য নয়। তারা প্রতারিত ও ভুল পথে চালিত হলেই এরূপ বলতেন। কিন্তু বাইবেলের যে অতুলনীয় প্রজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব, ও নির্ভুলতা আমরা দেখতে পাই তা, বিকার প্রাপ্ত আত্ম প্রবঞ্চক লোকদের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে বাইবেলে যে সুউচ্চ আদর্শ ও গৌরবময় শিক্ষা

রয়েছে পাপী মানুষের পক্ষে তা লেখা সম্ভব নয়; কিম্বা বাইবেলে যেমন আছে তেমনিভাবে তারা নিজেদের পাপের জন্য নিজেদের দোষ দিতে পারতেন না।

মানুষ নির্ভুল ভাবে তার ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। তাই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা ছাড়া ভাববাদীরা নিজে থেকেই ভাববাণী বলেছিলেন এমনটি হতেই পারে না। বাইবেলের ভাববাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তাই ভাল, মন্দ, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চক লোকেরা তাদের নিজ ধারণা লিখেছেন এমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

বাইবেলে মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শয়তানের নিন্দা করা হয়েছে। শয়তানের চূড়ান্ত পরাজয় ও শাস্তির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। শয়তান বাইবেল লিখবার অনুপ্রেরণা দিতে পারত না, কারণ বাইবেলে যেমন আছে তেমনিভাবে সে ভালর পক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে কথা বলত না।

যুক্তি সংগতভাবেই অন্য সব সম্ভাবনাগুলি বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত লোকেরাই বাইবেলের লেখক ছিলেন।

অবিকৃতভাবে বাইবেলের অস্তিত্ব রক্ষা

লক্ষ্য ৯ ঃ সময় সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি বাইবেলের সত্যতা প্রমাণ করে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের কোন কোন অংশ কমপক্ষে ৩,৫০০ বছরের পুরানো। সবচেয়ে নতুন অংশগুলিও প্রায় ১,৯০০ বছরের পুরানো। বাইবেল যে আজও অবিকৃতভাবে এর অস্তিত্ব রক্ষা করছে তা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই তাঁর বাক্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সময় হচ্ছে অধিকাংশ বইয়ের চরম শত্রু। সময়ের সাথে সাথে সেগুলি সেকেলে, বা বর্তমানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বাইবেল অতি প্রাচীন হলেও বিংশ শতাব্দির সমস্যাবলীর সমাধান আমরা এর মধ্যে খুঁজে পাই। বাইবেল আজও সবচেয়ে জনপ্রিয় একখানি আধুনিক বই। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে বাইবেল সত্য ও ঈশ্বরের বাক্য, এবং তা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভল্টায়ার নামে একজন ফরাশী লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করে

বলেছিলেন যে ১০০ বছরের মধ্যে তার লেখা পৃথিবীর সব জায়গায় পাঠ করা হবে আর বাইবেলের স্থান হবে যাদুঘরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশী লোকে আজ বাইবেল পাঠ করে।

যেরূপ যত্ন ও সাবধানতার সাথে বাইবেল অনুলিপি অনুবাদ, ও ছাপানো হয়েছে আর কোন বইয়ের ক্ষেত্রেই তেমনটি হয়নি। প্রাচীনকালে যখন কোন ছাপাখানা ছিল না তখন অনুলিপি প্রস্তুতকারীরা যদি সামান্য একটামাত্র ভুল করতেন তাহলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাটি ফেলে দিয়ে তা আবারও লিখতেন। আজ বাইবেলের প্রতিটি অনুবাদ ও তা ছাপানোর ব্যাপারে অনেক পণ্ডিত লোকেরা কাজ করছেন এবং তা যাতে নির্ভুল হয় সে জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছেন।

কোন কোন রাজা তাদের রাজ্য থেকে প্রতিটি বাইবেল ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছেন এবং এর পাঠকদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। সমালোচকরা বাইবেলের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এত শত্রুতা সত্বেও বাইবেল আজও সগৌরবে ও অবিকৃতভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে। প্রথম পিতর ১ঃ ২৪-২৫ পদে লেখা আছে "মানুষ ঘাসের মত, আর ঘাসের

ফুলের মতই তার যত সৌন্দর্য।... কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল থাকে।"

অভিনন্দন

আপনি এই পাঠ্য বিষয়টি শেষ করেছেন। আশা করি এ থেকে আপনি অনেক উপকার লাভ করেছেন। আপনার উত্তর পত্রটি পূরণ করে আই-সি-আই অফিসে পাঠিয়ে দিন। আপনার উত্তরপত্র পেলেই সেগুলি দেখে আমরা আপনাকে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেব।